তামহীদে ঈমান

লেখক ঃ

মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, আলা হযরত, রাহবারে

অনুবাদক ঃ

খাকপায়ে রেজা
মোহাম্মাদ নূরুল আরেফিন রেজবী আজহারী

M.A (Double), Research (Theology) Al-Azhar University (Egypt),
Diploma (English) America University (Cairo)
E-mail : quazinurularefin@gmail.com
quazinurularefin@yaoo.com
web:-www.sunny.rezbi.com
Contact-9732030031 / 7797542960

প্রকাশক
রেজবী অ্যাকাডেমী
রেজবী নগর, খাঁপুর, সংগ্রামপুর রোড
দঃ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৫৫ (প.ব.)
হেল্প লাইন ঃ ৯৭৩৪৩৭৩৬৫৮
৯১৪৩০৭৮৫৪৩ / ৯১৫৩৬৩০১২১

অনুবাদকের কলমে প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

১. তবলীগ জামায়াত প্রসঙ্গ (২০০২ খ্রীঃ)
২. ইলমে গায়েব প্রসঙ্গ (২০০৪ খ্রীঃ)
৩. খাতিমুল মোহাক্কীকিন (২০১১ খ্রীঃ)
৪. হযরত আমীরে মোয়াবিয়া (২০১১খ্রীঃ)
৫. সাওতুল হক্ব (২০১২খ্রীঃ)
৬. জানে ঈমান তরজমা (২০১২খ্রীঃ)
৭. তামহীদে ঈমান তরজমা (২০১২খ্রীঃ)
৮. ঈদ মিলাদুন্নবী
(সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) (২০১২খ্রীঃ)

পুস্তক সম্পর্কে আপনাদের মতামত সাদরে গ্রহণীয়। মতামত জানাতে ইমেল করুন [illegible] ঠিকানায় ।
লেখকের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.sunny rezbi.com

পুস্তকেরনাম ঃ

‘তামহীদে ঈমান’

লেখক ঃ

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নত মোজাদ্দিদে দ্বিন ও মিল্লাত, ইমাম আহমাদ রেজা রাদি আল্লাহু তায়লা আনহু

অনুবাদকের নাম ও ঠিকানা ঃ

মোহাম্মদ নূরুল আরেফিন রেজবী
গ্রাম- দুবরাজহাট, পোঃ-চণ্ডীপুর বেড়ুগ্রাম,
জেলা-বর্ধমান পিন নং ৭১৩১৪২

প্রকাশ সংখ্যা ঃ ১০০০ কপি

টাইপ সেটিং ঃ **আর্ট নেটওয়ার্ক,** বারুইপুর, ৯৮৩০৪৮৪৩৩৫

প্রকাশ কাল ঃ প্রকাশ কাল- ১৪৩৩হিঃ, (১১.১২.২০১২)

হাদিয়া ঃ ৩০.০০ টাকা মাত্র

প্রকাশক ঃ আনোয়ার হোসাইন রেজবী

পরিবেশনায় ঃ ফিকরে রেজা অ্যাকাডেমী

অনুবাদকের কথা

বিশ্বকুল সর্দার হুযুর পুর নুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হলেন ‘ঈমানের জান’, যা আমরা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আলা হযরত বিরচিত ‘তামহীদে ঈমান’ নামক পুস্তক পাঠ করে পরিষ্কার ভাবে জানতে পারি। তিনি কোরান ও হাদিস হতে অকাট্য দলীলাদির দ্বারা প্রমান করেছেন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হলেন ঈমানের মূল, তাঁর প্রেম ও সম্মান ব্যাতিত সকল ইবাদত অহেতুক ও তাঁর প্রতি বে-আদবী প্রদর্শনকারীরা ইসলাম বিচ্যুত প্রভৃতি। পুস্তকটি মূল উর্দু ভাষায় এবং যার প্রাঞ্জল ভাষা ও রচনাশৈলী পাঠক সমাজে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ সকল বিষয় মাথায় রেখে বাংলা ভাষা ভাষীদের সঠিক ঈমানী বার্তা পৌঁছানোর উদ্দেশ্যেই আমার এই প্রায়াস, অনুবাদটি সকলের নিমিত্তে সহজ ও সরল করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। পুস্তকটি পাঠ করে পাঠক সমাজ উপকৃত হলে এই অনুবাদের শ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

উৎসর্গ

'***তামহীদে ঈমানের***' তরজমাটি, মূল লেখক চতুর্দ্দশ শতকের মুজাদ্দিদ আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত হুযুর ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নামে উৎসর্গ করলাম।

লেখক পরিচিতি

ইসলাম ধর্মের প্রবর্ত্তক হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি গুস্তাখীর নিমিত্তে কিছু বদমাজহাব নামধারী মুসলমান সারা বিশ্বব্যাপী যখন গুস্তাখী প্রচারের তান্ডবলীলা চালাতে শুরু করে, ঠিক সেই সময়ে জিন্দা নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শানে বেয়াদবদের সাবধান করার জন্য ও দিশেহারা মুসলমানদের সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মোযেযা স্বরূপ ১২৭২ হিজরীর ১০ই শাওয়াল অনুযায়ী ১৮৫৬ সালের ২৪শে জুন উত্তর প্রদেশের বেরেলী শহরে ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আলা হাজরাত আব্দুল মোস্তাফা আহমাদ রেজা খাঁন রাদিয়াল্লাহু আনহুর আর্বিভাব হয়। তাঁর পিতা হজরাত নাকী আলি খাঁন রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন আরবী ফার্সী ও উর্দু ভাষার সু-পন্ডিত, তফসীরে আলাম নাশরাহ্ এর লেখক এবং সেই সময়ের একজন খ্যাতনামা মুফতী।

অতি শৈশবে আলা হজরাত কোরান শরীফের নাজেরা পাঠ সমাপ্ত করেন। মাত্র তের বছর দশ মাস পাঁচ দিন বয়সে সকল প্রকার জ্ঞান অর্জন করে মুফতী পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ফতোয়া প্রদান করেন। এরপর আত্মীক জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে প্রখ্যাত দিব্যজ্ঞানী কামেল বুজুর্গ হজরাত শাহ আলে রসুল মারহারাবী রহমাতুল্লাহ আলায়হের নিকট বাইয়াত গ্রহন করেন।

অতঃপর ইসলামের তরবারী রূপে অর্জিত প্রায় ১১৬ প্রকার বিদ্যার বাস্তব রূপ দিতে শুরু করেন। তাঁর পবিত্র হস্তদ্বারা প্রায় ১৪০০ টি পুস্তক, ইসলাম সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান

করে সমাজ উন্নয়নে সচেষ্ট হয়। একদিকে যেমন সঠিক তথ্য দিয়ে কোরান হাদিসের আলোকে মুসলমানদের ঈমানকে রক্ষা করেন অপর দিকে ইলমে আক্বায়েদের তরবারি দ্বারা বাতিল ওহাবী সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তিকর মতবাদের অপারেশন করেন। তাঁর সময়ে এবং পরবর্তীতে তাঁরই প্রনীত পুস্তকসমূহ সঠিক 'সিরাতে মুস্তাকিম' এর দিশারীর দাবিদারে পরিণত হয়। তাঁর লিখিত কয়েকটি বহুল প্রচারিত গ্রন্থ সমূহ হল ঃ কানযুল ঈমান, ফতোয়া রেজবীয়া, আদ্‌দৌলাতুল মাক্কিয়া, তামহীদে ঈমান ও হাদায়েকে বখশিশ প্রভৃতি।

আলা হাজরাতের ইসলাম সংস্কার মূলক কাজ সমূহ ও বাতিল সম্প্রদায়ের খন্ডন যা সারা বিশ্বের ওলামাদের নিকট প্রশিদ্ধ হয়েছিল; আরবের বিখ্যাত গবেষক ও মহাপন্ডিত ইব্রাহীম খলিল ও শেখ মুসা আলী মন্তব্য করেন -é "Ala Hazrat (Radi Allahu Anhu) as the revive a list of the 14th century. If he called revive a list of this century, It will be right and true."

আলা হাজরাত চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মহান মোজাদ্দেদ ছিলেন। তিনি অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী উক্ত কলম যুদ্ধ চালিয়ে বাতিলদের মারাত্মক আঘাত হেনে এবং দ্বীন ও সুন্নীয়াতের মশাল জ্বালিয়ে ১৩৪০ হিজরীর ২৫শে সফর মাত্র ৬৮ বছর বয়সে মাওলায়ে হাক্কিকী ও মাহবুবে ইলাহীর প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে গমন করেন।

সূচীপত্র

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সম্মান প্রদর্শন হল ঈমান ৫
হুযুরের মোহাব্বাত সমগ্র জগতের তুলনায় অধিক হওয়া পরিত্রানের শর্ত........ ৭
প্রেম ও সম্মানের ক্ষেত্রে মৌখিক দাবী যথেষ্ট নয়............................... ৯
হুযুরের প্রতি সম্মান ও ভালবাসার ক্ষেত্রে পরীক্ষা ১০
গুস্তাখে রসুলদের সাথে মোহাব্বাত স্থাপনকারীরা মুসলমান নয় ১২
রসুলের দুশমনের সাথে সম্পর্ক ছেদনে মহাপুরস্কার ১৩
যালীম ও পথভ্রষ্ট কারা... ১৪
গুস্তাখে রসুলদের উপর উভয় জগতে লানাত ১৫
রসুলের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে ভয়াবহতা................................ ১৬
আয়াত সমূহ দ্বারা সতর্কতা জারী ১৮
ত্রুটিপূর্ণ বাক্যের ক্ষেত্রে শরীয়াতের হুকুম ১৯
'ইলম' সম্পর্কে কোরানের আয়াত ও বিরোধীদের খন্ডন..................... ২২
হক্ক প্রকাশের পর গ্রহন না করা প্রকাশ্য গুমরাহী ২৫
আল্লাহ পাক সম্পর্কে মিথ্যুক ব্যক্তকারীদের মন্তব্য ২৭
দুইটি ফিরকা ও তাদের কৈফিয়তের জবাব ৩১
আল্লাহ যাকে হেদায়ত না দেন তার পক্ষে হেদায়ত সম্ভব নয় ৩১
পথভ্রষ্ট আলেমদের নিকৃষ্ট অবস্থা ৩৩
পথভ্রষ্ট আলেম শয়তানের উত্তরসূরী... ৩৩
আদম আলায়হে সাল্লাম কে সেজদা না করায় শয়তান অভিশপ্ত......... ৩৪
দুটি ধোঁকাবাজীর প্রত্যুত্তর ৩৬
মুসলমান হওয়ার জন্য মৌখিক দাবী যথেষ্ট নয় ৩৬
নবীর প্রতি বেয়াদবী ইসলাম বহির্ভূত করে দেয় ৩৭

হারিয়ে যাওয়া উটনী ও মোনাফেকদের চক্রান্ত ৩৯

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জ্ঞান হল আতায়ী (প্রাপ্ত) ৪০

বাতিল ফেরকার দ্বিতীয় ধোঁকা ৪১

'শানে আক্বাদাস' এর শানে বেয়াদবদের সম্পর্কে ইসলামী হুকুম ৪২

আল্লাহর সেফাত কে সৃষ্ট মন্তব্যকারীর প্রতি হুকুম ৪৪

আল্লাহর কালাম কে সৃষ্ট ব্যক্তকারী কাফের যদিও আহলে ক্বেবলাহয়............ ৪৪

রসুলের প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শনকারীরা কাফের যদিও আহলে ক্বেবলা হয় ৪৫

আহলে ক্বেবলার প্রকৃত অর্থ... ৪৫

হুযুরের শানে বেয়াদবরা ইসলাম বর্হিভুত ৪৬

দ্বীনের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অস্বীকার কারীরা কাফের ৪৬

গুস্তাখে রসুল ও মূর্তী পুজারকদের মধ্যে পার্থক্য ৪৮

হুযুরের শানে কটু মন্তব্যকারীর তাওবা কবুল হবে না ৪৯

নিরানব্বইটি কুফরী আর একটি ইসলামের কথা হলে ৫০

ইসলামের কোন একটি বিষয় অস্বীকার করলে কাফের হবে................ ৫২

কোন শব্দের একশতটি দিক হলে তার হুকুম.. ৫৩

যে সকল বাক্যের একশতটি দিক সে ক্ষেত্রে মুফতীদের আমল........... ৫৭

কুফরীর সম্ভাবনা থাকার ক্ষেত্রে মুফতীরা যেন কুফরী ফতোয়া থেকে বিরত থাকেন...... ৫৮

কুফরীর সম্ভবনা কুফর নয় ৫৯

কোন ধরণের সম্ভবনা গ্রহণীয় ৬০

মুখালিফিনদের অনর্থক বাক্যের আপত্তিকর ভূমিকা ৬১

বিরোধীদের মিথ্যাচার ও অপবাদ ৬৪

কুফরীর ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতার নমূনা............................ ৬৬

চতুর্থ পর্যায়ের পর বৃহৎ জয় ৭১

হুস্সামুল হারমাইন দেখার উপদেশ... ৭১

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন হল ঈমানের মূলঃ-

তোমাদের রব (আজ্জা ও যাল্লা) ঘোষনা করছেন ঃ-

(সুরা ফাতহ-৮-৯ নং আয়াত-১০ম পারা)

নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরন করেছি উপস্থিত প্রত্যক্ষকারী (হাযীর ও নাযীর) এবং সু- সংবাদ দাতা ও সতর্ককারী করে, সুতরাং হে মানুষ সকল। তোমার আল্লাহ ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনো এবং রসুলের মহত্বকে বর্ণনা ও সম্মান প্রদর্শন করো, আর সকাল সন্ধ্যায় মহান আল্লাহ র পবিত্রতাকে ঘোষনা করো।

হে মুসলমানগন! মহান আল্লাহ ঘোষনা করেন, যে তিনটি উদ্দেশ্যের জন্য তিনি [illegible] শরীফ কে অবতীর্ন করেছেন সেগুলি হল ঃ-

প্রথমতঃ মানব সম্প্রদায় যেন মহান আল্লাহ ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান নিয়ে আসে।

দ্বিতীয়তঃ হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের প্রতি মানুষেরা যেন সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ পাকের উপাসনায় যেন মগ্ন হয়। মুসলমানগন! এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য তিনটির মার্জিত ক্রম ও সুবিনস্ত্যকরনের প্রতি লক্ষ্য করো- সর্বপ্রথমে ঈমানের কথা, সর্বশেষে তাঁর (আল্লাহর) ইবাদতের কথা এবং মধ্যস্থলে প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের প্রতি অসীম প্রেম বা সম্মান প্রদর্শনের কথা

E: Razvi Book \ Book (1st Proof) 6

কে ব্যক্ত করেছেন। এজন্য যে, ঈমান ব্যতিত সম্মান প্রদর্শন অনর্থক।

বহু নাসারা সম্প্রদায় (খ্রীষ্টান) হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং হুযুরের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যকারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন লেখনী ও বক্তৃতা প্রদান করে, কিন্তু যেহেতু তারা ঈমান নিয়ে আসেনি সেহেতু তাদের এ সকল ক্রিয়া হল অনর্থক। এগুলি শুধুমাত্র বাহ্যিক, প্রকৃতই যদি অন্তর হতে ওই সকল ক্রিয়া সাধন করত, তাহলে অবশ্যই ঈমান নিয়ে আসত।

আবার হুযুরপাক সাল্লাল্লাহ আলায় হে ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা ব্যাতিরেখে যদি সারাজীবন পালন কর্তার ইবাদতে লিপ্ত থাকা হয়, তাহলেও সেই সকল ইবাদত হবে ব্যর্থ ও প্রত্যাবর্তিত।

অধিকাংশ সাধু ও ভিক্ষুক সম্প্রদায় দুনিয়া হতে বিমুখ হয়ে নিজ নিজ পদ্ধতিতে সারাটা জীবন পালন কর্তার ইবাদতে ও স্মরনে অতিবাহিত করে, এমনকি তাদের মধ্যে অনেকেই লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যাতিত কোন মাবুদ নেই) সম্পর্কে জ্ঞাত হয় এবং তা অনুশীলন করে, কিন্তু হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করায় প্রকৃতই তা আল্লাহর নিকটে কোনরূপ ভাবে গ্রহণীয় নয়।

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا

(সুরা ফুরক্কান-৪৩ ৪৪নং আয়াত-১৯ পারা)

তারা যে সকল কর্ম সাধন করেছে, আমি তা সকল বরবাদ করে দিয়েছি।

তাদের উদ্দেশ্যে ঘোষনা করেছেনঃ-

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً

(সুরা গাশিয়া-৩,৪নং আয়াত- ৩০ পারা)

কাজ করবে এবং কষ্ট সাধন করবে, অতঃপর বদলা হবে প্রজ্বলিত আগুন। মুসলমানগণ বলো, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের প্রতি অসীম প্রেম বা সম্মান ঈমানের ও পরিত্রানের মূল ভিত্তি হলো কী না? বলো হলো এবং অবশ্যই তা হলো।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি মোহাব্বাত সমগ্র জগতের তুলনায় অধিক হওয়া পরিত্রানের জন্য শর্ত্ত ঃ-

তোমাদের রব (আজ্জা ও যাল্লা) ঘোষনা করছেন ঃ-

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

(সুরা তাওবা, ২৪ নং আয়াত, ১০ পারা)

আপনি বলুন, 'যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভাইগণ, তোমাদের আত্মীয়গণ, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের সেই ব্যবসা- বানিজ্য, যার ক্ষতি হবার তোমরা আশংকা করো এবং তোমাদের পছন্দের বাসস্থান-এ সব বস্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল এবং আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট প্রিয় হয়, তবে পথ দেখো আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশ আনা পর্যন্ত। এবং আল্লাহ্ ফাসিক্বদের সৎ পথ প্রদান করেন না।

উক্ত আয়াত থেকে জানা গেল, কোন ব্যাক্তির নিকট পার্থবীক প্রিয়জন, স্নেহভাজন, সম্পত্তি বা কোন বস্তু আল্লাহ তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের তুলনায় যদি অধিক প্রিয় হয়, তবে তা আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাখিত হবে। আল্লাহ্ তাকে পথ প্রদর্শন করবেন না। তাকে আল্লাহ্‌র প্রদত্ত আযাবের (শাস্তি) অপেক্ষায় থাকতে হবে। (আল্লাহের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাই)

তোমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লাম ঘোষনা করছেন।

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.

(বোখরী শরীফ ১ম খন্ড ৭ পৃঃ-বাবু হুব্বির রসুল মিনাল ইমান)

তোমাদের মধ্যে কেউই ততক্ষণ মুসলমান হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তোমাদের মাতা- পিতা, সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে তোমাদের নিকট শ্রেষ্ঠ না হব। (সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামা)

উক্ত হাদিসটি সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে হযরত আনাস বিন মালেক হতে বর্ণিত হয়েছে।

তিনি তো পরিষ্কার ঘোষনা করেছেন; হুযুরের (সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লাম) চেয়ে অন্য কারও সহিত অধিক ভালবাসা স্থাপনকারীরা অবশ্যই মুসলমান নয়।

মুসলমানগণ! বলো, সারা বিশ্ব জাহানের চেয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের প্রতি অধিক ভালবাসা স্থাপন ঈমানের ও নাজাতের মূল হলো কী না ? বলো তা হলো এবং অবশ্যই হলো।

এমন কি সকল কলমা পাঠকারী অত্যন্ত আনন্দের ও খুশির সহিত মান্য করতঃ ঘোষনা করবে- হ্যাঁ আমাদের অন্তরে হুযুরের জন্য মহৎ সম্মান রয়েছে- হ্যাঁ, হ্যাঁ মাতা, পিতা, সন্তান ও যারা জাহানের চেয়ে হুযুরের প্রতি ভালবাসা অধিক রয়েছে। ভ্রাতৃবর্গ খোদা এমনটিই যেন করেন এবং ক্ষনিকের জন্য আল্লাহ্‌র ঘোষনার প্রতি কর্ণপাত করো।

প্রেম ও সম্মানের ক্ষেত্রে মৌখিক দাবী যথেষ্ট নয় ঃ-

তোমাদের রব (আজ্জা ও যাল্লা) ঘোষনা করছেনঃ-

الم ○ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

(সুরা আনকাবুত, ১ম-২য় আযাত, ২০ পারা)

লোকেরা কি এ অহংকারের মধ্যে রয়েছে যে, এতটুকু কথার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে যে, বলবে, 'আমারা ঈমান এনেছি', আর তাদের কে পরীক্ষা করা হবে না?

উক্ত আয়াতটি মুসলমানদের সাবধান করছে যে, দেখ, কলমা পাঠ ও মৌখিক ইসলাম ব্যক্তের দ্বারা ছাড়া পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ শোন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, পরীক্ষায় সম্পূর্ণ সফল হলে মুসলমান বলে গন্য হবে। প্রতিটি পরীক্ষায় এটাই লক্ষ্য করা হয়, যে বিষয়গুলি তার সম্পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রকৃতই প্রয়োজন সেগুলি তার মধ্যে বর্ত্তমান কী না?

পূর্বে কোরাণ ও হাদিসের আলোকে বর্ণনা করা হয়েছে, ইমান পরিপূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় আবশ্যিক ঃ-

১) হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের প্রতি তাযীম বা সম্মান জ্ঞাপন।

২) হুযুরের প্রতি ভালবাসা সমগ্র বিশ্ব জাহানের চেয়ে অধিক হওয়া। হুযুরের সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লাম-র প্রতি সম্মান ও ভালবাসার ক্ষেত্রে পরীক্ষার উদ্দেশ্য ঃ-

উক্ত পরীক্ষার প্রকাশ্য রূপ হল তুমি যাকে যতই শ্রদ্ধা করো, যতই সম্মান করো, যতই বন্ধুত্ব রাখো অথবা যতই ভালোবাসার সম্পর্ক রাখো- যেমন তোমার পাব, তোমার শিক্ষক, তোমার পীর, তোমার সন্তান, তোমার ভাই, তোমার সহপাঠী, তোমার শ্রদ্ধাভাজন,

মুসলমানগন! যার অন্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের প্রতি অধিক সম্মান হবে, সে তাঁর শানে কু-মন্তব্য করতে কি পারে ? নবীর গুস্তাখ যদি কারও পীর, শিক্ষক বা পিতা ও হয় না কেন যদি তার অন্তরে হুযুরের প্রতি অধিক প্রেম থাকে, তা হলে বর্ণিত লোকেদের কঠোরভাবে ঘৃনা কি করবে না ? যদি সে তোমার বন্ধু, ভাই ও পিতা ও হয়ে থাকে আল্লার ওয়াস্তে নিজের উপর করুনা করো, নিজের প্রতিপালকের কথা শ্রবন করো, দেখো তিনি তাঁর রহমতের দিকে তোমাকে কি ভাবে আহ্বান করছেন।

গুস্তাখে রসুলদের সাথে মোহাব্বাত স্থাপনকারীরা মুসলমান নয় ঃ-

তোমাদের রব (আজ্জা ও যাল্লা) ঘোষনা করছেন ঃ-

لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ

أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(সুরা মোজাদেলা-২২ নং আয়াত- ২৮পারা)

আপনি পাবেন না ঐ সব লোককে, যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর এমনি যে, তারা বন্ধুত্ব রাখে ঐ সকল লোকের সাথে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচারণ করেছে, যদিও তারা তাদের পিতা বা পুত্র, অথবা ভাই কিংবা নিজের জ্ঞাতি - গোত্রের লোক হয়। এরা হল ঐ সব লোক, যাদের আন্তরগুলোতে আল্লাহ ঈমান অঙ্কিত করে দিয়েছেন এবং তাঁর নিকট থেকে রূহ দ্বারা তাঁদের সাহায্য করেছেন এবং তাদেরকে বাগান সমূহ নিয়ে যাবেন, যে গুলোর পাদদেশে নহর সমূহ প্রবাহমান, সেগুলোর মধ্যে স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। এটা আল্লাহর দল, শ্রবন করো। আল্লাহর ই দল সফল।

তোমার সাথী, তোমার মৌলবী, তোমাদের হাফেজ, তোমাদের মুফতী, তোমাদের বক্তা প্রমূখ যে কেহ যদি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের প্রতি গুস্তাখী (বে-আদবী) করে প্রকৃতই তোমার অন্তরে যেন তাদের জন্য কোনরূপ ভক্তি বা ভালোবাসার চিহ্ন না থাকে, তাদের হতে অবিলম্বে দূরে চলে যাও। তাদের কে দুধ হতে মাছিকে বের করার ন্যয় বের করে দাও। তাদের আকৃতি ও আকারকে ঘৃনা করো, এমনকি তুমি তাদের সহিত আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, মেলামেশা প্রভৃতির দোহাই যেন না দেখাও। তাদের মৌলবী, মাশায়েখ, বুর্জুগী ও ফাজিলতের খাতির যেন না হয়। একমাত্র হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের সহিত গোলামীর ভিত্তিতেই সম্পর্ক থাকে, কেহ যখন তাঁর শানের গুস্তাখ হল তখন সম্পর্ক আবার কিসের রইল ?

তাদের জুব্বা পাগড়ীতে এমন কি আসে যায় ? অধিকাংশ ইহুদীরা কি এরূপ পরিধান করে না? তাদের নাম ও খ্যাতিতে কি হবে ? অধিকাংশ পাদরী, বহু দার্শনিক বৃহৎ বৃহৎ জ্ঞান ও শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞাত কি নয় ? যদি এরূপ না জান বরং অজুহাত দেখিয়ে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের সমকক্ষ করতে চাও। হুযুরের শানে যে বেয়াদবি করল তুমি তার সাথে বন্ধুত্ব করলে,তাকে কুৎসিত বললে না। অবহেলা করলে না, এমনকি তাকে শরীয়ত অনুযায়ী খারাপ বলাতে তুমি খারাপ ভাবলে এবং এ বিষয়টি কে এড়িয়ে গেলে, তোমার অন্তরে তার প্রতি কঠোর ঘৃনা জন্মালো না। তাহলে তুমি নিজেকে প্রশ্ন করো- "তুমি ঈমানের পরীক্ষায় পাশ করবে কি ভাবে?" কোরান ও হাদিস যার উপর ঈমানের নির্ভরতা ঘোষনা করছে, তুমি তার হতে কত দূরে চলে গেছো।

এই আয়াতের দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের শানে গুস্তাখদের সাথে কোন মুসলমান বন্ধুত্ব যেন না করে।

যা হতে স্পষ্ট শিক্ষা পাওয়া যায় যে, তাদের সহিত বন্ধুত্ব করবে সে মুসলমান হবে না। যা স্পষ্টভাষায় পিতা, পুত্র আত্মীয়-স্বজন প্র্তিকে অন্তভুক্ত করে হুকুম জারি হয়েছে- তোমার যে কোন প্রকারেই প্রিয়জন হোক না কেন, ঈমান থাকতে কক্ষনই তাদের সাথে সম্পর্ক রাখবে না। তাদের গুস্তাখীকে কখনই মানতে পারবে না। আর এরূপ যদি না করো, তাহলে মুসলমান থাকবে না।

মহান আল্লাহ্র এই আদেশ মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট ছিল। অতঃপর এখন ও তিনি নিজ দয়ার প্রতি আহ্বান করছেন, নিজের মহৎ নেয়ামতের আশা দেখাচ্ছেন, এগুলির সাথে যদিও কোন সম্পর্ক না থাকে, তাহলে তোমার কিরূপ ফায়দা হাসিল হবে। রসুলের দুশমনের সাথে সম্পর্ক ছেদনকারীদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাত প্রকার মহাপুরস্কার ঃ-

১। আল্লাহ তোমার অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমান স্থাপন করবেন, এবং সুন্দর খাতেমার (শেষ পরিণয়) সু-সংবাদ রয়েছে। আল্লাহ্রে লিখন কক্ষনই পরিবর্তন হয় না।

২। আল্লাহ রুহুল কুদুস দ্বারা তোমাকে সাহায্য করবেন।

৩। তিনি চীরতরে তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হচ্ছে।

৪। আল্লাহ তোমাকে নিজ দলভুক্ত করবেন এবং তুমি আল্লাহ্র প্রিয় হয়ে যাবে।

৫। তোমার চাহিদার চেয়ে ও অতিরিক্ত প্রদান করা হবে, যা তোমার কল্পনার অতীত।

৬। সবচেয়ে খুশির বিষয় হল আল্লাহ তোমার প্রতি রাজী হয়ে যাবেন।

৭। এ রূপ ঘোষনা করছেন- “ আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট, এবং তুমি আমার উপর”।

বান্দার জন্য এর চেয়ে অধিক নেয়ামত আর কি হতে পারে ? যদি তার রব তার প্রতি রাজি হয়ে যান। এবং বান্দার অন্তিম উচ্চাশা হল যে, আল্লাহ বান্দার উপর সন্তুষ্ট হল এবং বান্দা আল্লাহের উপর।

মুসলমানগন! যদি মানুষের কোটি কোটি জীবন থাকে এবং সবই যদি উক্ত মহৎ ক্ষেত্রে বিলীন করে দেয়, তাহলে তা সহজেই পাবে। এমতাবস্থায় যায়েদ ও আমরের সঙ্গে তাদের গুস্তাখীর কারণে সম্পর্ক ছেদন করা কতই না গুরুত্বপূর্ণ। যার জন্য আল্লাহ্ উক্ত অফুরন্ত নেয়ামতের ওয়াদা করছেন এবং তাঁর ওয়াদা ধ্রুবসত্য।

পবিত্র কোরানের নিয়ম এরূপ যে, তাঁর আদেশ সমূহকে মান্যকারীদের জন্য রয়েছে নেয়ামতের সু-সংবাদ আর আদেশ সমূহ লঙ্ঘন কারীদের জন্য ভয়াবহ শাস্তি। যারা নেয়ামত ব্যাতিরেখে শাস্তির ভয়াবহতার দিকে ধাবিত হয়, তাদের নিঃকৃষ্ঠ ভয়াবহ পরিণতি কে শ্রবন করো ঃ-

যালীম ও পথভ্রষ্ট কারা ঃ-

তোমাদের রব (আজ্জাও যাল্লা) ঘোষনা করেছেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

(সুরা তাওবা, ২৩ নং আয়াত, ১০ পারা)

হে ঈমানদারগণ! আপন পিতা ও নিজ ভাইদের অন্তঃরঙ্গ মনে করো না যদি তারা ঈমানের উপর কুফরীকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন

করবে; তবে তারাই পাপাচার।

আরও ঘোষনা করছেন ঃ-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء.......

تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ.......

لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير

(সুরা মুমতাহিনা, ১ম আয়াত, ২৮ পারা)

হে ঈমানদারগণ, আমার ও তোমাদের শত্রু সকল কে মিত্ররূপে গ্রহন করো না।........ তোমরা তাদের নিকট গোপন ভালবাসার বার্তা প্রেরণ করছো এবং আমি ভালভাবেই জানি যা তোমরা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এমন করে, নিশ্চই সে সোজা পথ হতে বিচ্যুত হয়। .... কখন ও তোমাদের কাজে আসবে না তোমাদের আত্মীয়তা এবং না তোমাদের সন্তানগন ক্বিয়ামত দিবসে। তোমাদের কে তাদের নিকট হতে পৃথক করে দেবেন। এবং আল্লাহ তোমাদের কর্ম প্রত্যক্ষ করছেন।

আরও ঘোষনা করছেন ঃ-

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

(সুরা মায়েদাহ, ৫১ নং আয়াত, ৬ পারা)

তোমাদের মধ্যে থেকে যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অন্যায়কারীদেরকে পথ দেখান না।

উল্লেখিত প্রথম দুটি আয়াতে তাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন কারীদের অত্যাচারী ও পথ ভ্রষ্ট বলা হয়েছে- বর্ণিত অয়াতটি স্পষ্ট করে দিয়েছে, যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে সেও তাদের অন্তর্ভুক্ত তাদের মতই কফের, তাদের সহিত একই দড়িতে বাঁধা হবে। এবং

শাস্তি ও যেন স্মরণে রাখে যে, লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, আর আমি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সকল কিছু খুব ভালভাবেই জ্ঞাত। এখন ওই দড়ি সম্পর্কে জেনে রাখ যার দ্বারা হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লাম) গুস্তাখ দের বাঁধা হবে।

(আল্লার নিকট পানাহ চায়)

গুস্তাখে রসুলদের উপর উভয় জগতে লানাত ঃ-

তোমাদের রব (আজ্জা ও যাল্লা) ঘোষনা করছেন

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(সুরা তাওবা-৬১নং আয়াত, ১০ম প্যারা)

এবং যারা আল্লাহ্র রসুল কে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক কষ্টকর শাস্তি ।

আরও ঘোষনা করছেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

১২ (সুরা তাওবা-৫৭নং আয়াত, ২২ পারা)

নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে, তাদের উপর আল্লাহ্রে লানাত (অভিসম্পাত) বর্ষিত হয়। দুনিয়া ও অখিরাতে এবং আল্লাহ তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

বিঃ দ্রঃ- আল্লাহ পাক কষ্ট পাওয়া হতে পবিত্র। কেহ তাকে কষ্ট দিতে পারে না, কিন্তু হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের প্রতি লোকেদের বেয়াদবি মূলক আচরণকে নিজের কষ্ট বলেছেন।

রসুল (সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লাম)- এর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে সাত প্রকার ভয়াবহতা ঃ-

উল্লেখিত আয়াত সমূহে রসুল পাকের শত্রুদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে

সাত প্রকারের ভয়াবহতার কথা প্রমানিত হয়েছে।

১। সে যালিম (পাপী) ।

২। সে গুমরাহ (পথ ভ্রষ্ট) ।

৩। সে কাফির (অবিশ্বাসী) ।

৪। তার জন্য রয়েছে আযাব (শাস্তি) ।

৫। সে পরকালে লাঞ্ছিত হবে।

৬। সে মহান আল্লাহকে কষ্ট দিল ।

৭। উভয় জগতে তার উপর আল্লাহ্‌র লানাত বর্ষিত হবে।

(আল্লাহ্‌র নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাই)

হে মুসলিম, হে মুসলিম! হে জ্বীন ও মানব সর্দারের উম্মাত! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ক্ষনিকের জন্য বিবেচনা করো- ওই সাত প্রকার পুরস্কার হল উত্তম, যা ওই সকল ব্যক্তিদের (গুস্তাখদের) সহিত সম্পর্ক ছেদনে প্রাপ্তি হয়, অন্তরে ঈমান দৃঢ় হয়,আল্লাহ সাহায্যকারী হন, জান্নাত বাসস্থান হয়, আল্লাহ্‌ ওয়ালার অন্তর্ভূক্ত হয়, সকল আশার প্রাপ্তি ঘটে; উপরন্তু খোদা তোমার উপর রাজি হন এবং তুমি খোদার উপর রাজি হও।

আর যদি তাদের (গুস্তাখদের) সাথে সম্পর্ক থাকে, ফল স্বরূপ সাত প্রকারের ভয়াবহতায় লিপ্ত হবে- পাপী, পথভ্রষ্ট, কাফের , জাহান্নামী, পরকালে লাঞ্ছনা, খোদাকে কষ্ট দেওয়া, এবং উভয় জগতে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে লানাত বর্ষন।

আফশোষ, আফশোষ ! কে বলবে যে এই সাতটি ভয়াবহতা উত্তম, কে বলবে যে আগের সাতটি পুরস্কার ছাড়তে হবে। কিন্তু ভাতৃগণ শুধুমাত্র নিছক দাবী কাজে আসবে না, এর জন্য পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। এখনই যা বর্ণিত হল "মানব সম্প্রদায় এই

ভাবনায় মগ্ন আছে যে, শুধুমাত্র মৌখিক ব্যক্তর দ্বারা ছাড় পাবে, পরীক্ষার সম্মুখীন হবে না।

বর্ণিত আয়াত সমূহে সতর্কতা জারী ঃ-

হ্যাঁ এটাই পরীক্ষার সময় ।

দেখো! আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমার পরীক্ষা হবে। দেখো; আল্লাহ্‌ তায়ালা ঘোষনা করছেন- " তোমাদের সম্পর্ক, আত্মীয়তা ক্বেয়ামতের দিনে কাজে আসবে না, আমারা সঙ্গ ছেড়ে অন্য কারও সঙ্গ দিচ্ছ।" আরও ঘোষনা করছেন- " আমি তোমাদের সম্পর্কে গাফিল (অসর্তক) নই, তোমাদের কর্ম সমূহ লক্ষ্য করছি, তোমাদের বক্তব্য শ্রবন করছি, তোমাদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন বেপরোয়া হওনা, সাজার অংশীদার হওনা। আল্লাহ্‌ ও রসুল সাল্লাল্লাহ আলায় হে ওয়া সাল্লাম এর বিপক্ষে কাজ করো না, দেখো! আল্লাহ তোমাকে কঠিন শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন, তাঁর শাস্তি হতে রক্ষা নেই। তিনি নিজের রহমতের দিকে আহ্বান করছেন, তাঁর রহমত ব্যতিত কোন উপায় নেই, দেখো। গুনাহ হওয়া স্বাভাবিক, যার জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে, কিন্তু ঈমান যাবে না। আযাবের পরও আল্লাহ্‌র রহমতে ও হাবিবের শাফায়াতে নিস্কৃতি পাবে বা পেতে পারবে । অতঃ পর এটা হল হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনের স্থান। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লাম) প্রতি ভালবাসা স্থাপন ও সম্মান জ্ঞাপনই হল ঈমানের মূল, পূর্বেই কোরান শরীফের আয়াত দ্বারা বর্ণিত হয়েছে, যে ওই ক্ষেত্রে পিছপা হবে, তার উপর দুনিয়া ও আখেরাতে লানাত বর্ষিত হবে।

দেখো ঈমান চলে গেলে অনন্তকালের জন্য আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে

কক্ষনই নিস্কৃতি পাওয়া যাবে না। গুস্তাখ লোকেদের যাদের তুমি দুনিয়াতে সম্মান করছো, আখেরাতে তাদের জন্য ভুগতে হবে। তারা তোমাকে বাঁচাতে আসবে না আর এলেও কী করতে পারবে পূণরায় এদের কে লেহাজ করে, নিজেকে, নিজেকে আল্লাহ'র শাস্তিতে লিপ্ত করা কেমন বুদ্ধিমানের পরিচয়?

ত্রুটি পূর্ণ বাক্যের ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম ঃ-

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে, ক্ষণিকের জন্য আল্লাহ ও রসুল ব্যতিত দুনিয়ার সকল কিছু হতে মুখ ফিরিয়ে নিজেকে আল্লাহ'র সম্মুখে হাজির জান এবং প্রকৃত ইসলামী অন্তর করে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহ আলায় হে ওয়া সাল্লামের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা, উচ্চ সম্মান ও মহান গরীমা যা হুযুর সাল্লাল্লাহ্ আলায় হে ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ প্রদান করেছেন, তাঁর সম্মানকে ইসলাম ও ইমানের মূল করেছেন - এ সকল কিছু নিজ অন্তরে স্থাপন করে বিচার করো যে, যারা এরূপ মন্তব্য করে, ''শয়তানের জ্ঞান কোরান ও হাদিসের বানী দ্বারা সাব্যস্ত, কিন্তু হুযুরের জ্ঞান কোন প্রকার নস দ্বারা প্রমাণিত কী?

(বারাহিনে কাতিয়া ৫১ পৃঃ, লেখক খলীল আহমাদ অম্বেঠবী) এই প্রকার ব্যক্তি হুযুরের শানে বেয়াদবি কি করল না? ইবলিশের জ্ঞান কে হুযুরের জ্ঞানের চেয়ে অধিক কি করল না? বরং সে হুযুর সাল্লাল্লাহ আলায় হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র জ্ঞানের ব্যপকতাকে অস্বীকার করতঃ কুফরী আক্বিদা পোষণ করে শয়তানের জ্ঞানের উপর ঈমান কি নিয়ে এলো না?

মুসলমানগণ! ঐ বেয়াদবকে শুধুমাত্র এতটুকু বলে দেখো সে জ্ঞানের ক্ষেত্রে শয়তানের সমতুল্য। লক্ষ্য করো সে ভালো ভাবছে না খারাপ? যদিও তাকে শয়তানের চেয়ে কম জ্ঞানী বলা হয়নি,

শুধুমাত্র শয়তানের সমতুল্য বলা হয়েছে, এমতাবস্থায় কম জ্ঞানী বললে কি হেয় করা হবে না যদি এরূপ উক্তিতে কোন বিরক্তিভাব না দেখায় এবং কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ না করে তাহলে পরিবর্তে তার কোন সম্মানিত ব্যক্তি সম্পর্কে বলো, আর যদি পরিপূর্ণ পরীক্ষা করতে চাও তা হলে দেখো সে কোর্ট বা কাছাড়িতে গিয়ে কোন হাকিমের সামনে অনূরূপ মন্তব্য কি করতে পারবে? সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবে এরূপ মন্তব্যে অবশ্যই ছোট করা হবে।

তাহলে হুযুর সাল্লাল্লাহ আলায় হে ওয়া সাল্লাম-এর শানকে ছোট করা কুফরী নয় কী? অবশ্যই কুফরী এবং প্রকৃতই তা কুফরী!

যে ব্যক্তি শয়তানের জ্ঞানকে কোরান ও হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত মেনে হুযুরের পবিত্র জ্ঞানকে অধিক মান্যকারীদের প্রসঙ্গে এরূপ মন্তব্য করে--''হুযুরের পবিত্র জ্ঞানকে মান্যকারীরা কোরান ও হাদিসের বিরোধীতা করে শীরক করে" এবং আরও বলে ''শীরক নয়তো কোন প্রকারের ইমানের অংশ"। তাহলে এই ব্যক্তি ইবলিশ শয়তানকে খোদার শরীক কি মানল না? অবশ্যই মানল, ঐ উক্তিকে কোন একজনের জন্য সাব্যস্ত যদি শীরক হয়, তাহলে যে কোন মাখলুকের জন্যও করা শীরক হবে। আর খোদার শরীক কেহ হতে পারে না। যদি হুযুরের জন্য জ্ঞানের ব্যপকতা কে মানা শীরক হয়, এবং যার মধ্যে ঈমানের কোন অংশ না থাকে তাহলে অবশ্যই এই ব্যাপকতা আল্লাহ্‌র ঐ খাস বৈশিষ্ট্যের পর্যায়ভুক্ত যা আল্লাহ্‌র জন্যই সীমাবদ্ধ আর নবীর জন্য এই জ্ঞানকে সাব্যস্তকারীরা যদি কাফের ও মুশরিক হয়, তাহলে ওই বক্তা (খলীল আম্বেঠবী) নিজ মুখে ইবলিশের জন্য ঐ জ্ঞানকে সাব্যস্ত করল এবং এদ্বারা স্পষ্টভাবে শয়তানকে খোদার শরীক করল।

মুসলমানগণ! এরূপ উক্তির দ্বারা আল্লাহ ও রসুলকে ছোট করা হলো না কি? অবশ্যই হলো। আল্লাহ্‌র প্রতি বেয়াদবি প্রকাশ এই কারণে যে তার শরীক করল ও তা আবার কাকে? ইবলিশ শয়তানকে, আর হুযুরের বেয়াদবি এই কারণে যে, ইবলিশকে, আল্লার জন্য যা খাস তার সাথে তুলনা করে, তার ক্ষমতাকে অধিক মানল। প্রকৃতপক্ষে ইবলিশ এ সকল হতে বঞ্চিত। তার জন্য উক্ত জ্ঞান সাব্যস্ত করলে মুশরিক হয়ে যাবে।

মুসলমানগণ! আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহ আলায় হে ওয়া সাল্লামের শানে বেয়াদবি কুফরী নয় কী? অবশ্যই তা কুফরী।

কেহ যদি এরূপ মন্তব্য করে -----

আংশিক উলুমে গায়েব (অদৃশ্য সংবাদ) যদি ধরে নেওয়া হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে হুযুর সাল্লাল্লাহ আলায় যে ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্য কেন হবে,এরূপ জ্ঞান যায়েদ, আমর এমনকি প্রতিটি বাচ্চা, পাগল, চতুষ্পদ প্রাণী ও জন্তুর মধ্যেও বর্তমান।

(হিফজুল ঈমান - পৃঃ ৮ লেখক আশরাফ আলি থানবী)

এই উক্তির দ্বারা সে (আশরাফ আলি) হুযুরকে পরিষ্কার ভাবে কি গালি দিল না? হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলায় হে ওয়া সাল্লাম) কে এতটুকুই কি জ্ঞান দান করা হয়েছিল, যতটুকু প্রতিটি পাগল ও প্রতিটি চতুষ্পদের মধ্যে বর্তমান?

মুসলমান, মুসলমান! হে নবী পাক সাল্লাল্লাহ আলায় হে ওয়া সাল্লাম এর উম্মতি। তোমাকে তোমার দ্বীন ও ঈমানের ওয়াস্তা, এই নাপাক কুৎসিত বাক্য যা প্রকাশ্যভাবে গালি হওয়াতে তোমার মধ্যে কোন সন্দেহ রয়েছে কী? (আল্লাহ মাফ করুন) হুযুর পাক সাল্লাল্লাহ আলায় হে ওয়া সাল্লামের সম্মান তোমার অন্তর হতে এমনই ভাবে বেরিয়ে গেছে যে, তাঁর শানে ব্যবহৃত গালিকে তুমি তাঁর সম্মানের হানি

বলেও মনে করছ না। যদি তোমার জ্ঞানে এরূপ না ধরে তাহলে ঐ ব্যবহৃত গালিকে ঐ মন্তব্যকারী আশরাফ আলি থানুবীকে জিজ্ঞাসা করো - সে কি ঐ উক্তি তার উস্তাদ ও পীরের জন্য ব্যবহার করতঃ এরূপ বলতে পারবে --- তোমার নিকট ঐ পরিমাণ জ্ঞান রয়েছে যতটা শূয়ারের মধ্যে থাকে, --- তোমার উস্তাদদের জ্ঞান ঐরূপ ছিল যেরূপ কুকুরের মধ্যে রয়েছে --- তোমার পীরের জ্ঞানের সীমা অতটা, যতটা গাধার মধ্যে বর্তমান --- কিংবা সংক্ষেপে এরূপ বল --- তারা জ্ঞানের ক্ষেত্রে পেঁচা, গাধা, কুকুর ও শূয়ারের মতো, লক্ষ্য করো সে ঐ উক্তিকে নিজের, নিজের ওস্তাদদের ও পীরের ক্ষেত্রে সম্মানহানী ভাবছে কী না? অবশ্যই ভাববে এবং ক্ষমতা থাকলে প্রতিবাদও করবে। তা হলে যে সকল বাক্য তাদের জন্য সম্মানহানীর কারণ হয় সে সকল বাক্য হুযুরের ক্ষেত্রে সম্মানহানী কি হবে না? (আল্লাহ মাফ করুন) তাদের সম্মান হুযুরের চেয়েও কী অধিক হয়ে গেছে? (মাযাল্লাহ) এরই নাম কী ঈমান। আল্লাহ রক্ষা করুন, আল্লাহ রক্ষা করুন।

কেহ যদি এরূপ বলে ঃ-

প্রতি মানুষের এমন কিছু না কিছু জ্ঞান থেকে থাকে যা অন্যের নিকট গোপন, এর পরিপেক্ষিতে সকলকে আলিমুল গায়েব (অদৃশ্যের সংবাদ দাতা) বলা প্রয়োজন। পুণরায় যায়েদ ও যদি এরূপ ধরে নেয় - হ্যাঁ, আমি প্রত্যেককেই অদৃশ্য সংবাদের জ্ঞানী বলব এবং এক্ষেত্রে অদৃশ্য সংবাদকে নবুওতের কামালের মধ্যে কেন গণ্য করা হবে? যে ক্ষেত্রে মোমিন ও সাধারণ মানুষেরও বৈশিষ্ট্য না হয়, তা নবুওতের কামালের ক্ষেত্রে কিরূপ হবে? আর যদি এরূপ না ধরা হয়, তাহলে নবী ও সাধারণের পার্থক্যের কারণ জরুরী

হবে।

রসুল সাল্লাল্লাহ আলায় হে ওয়া সাল্লাম এবং জানোয়ার ও পাগলের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে অজ্ঞাত লোকেরা হুযুরকে গালি কী দিল না?

সে প্রকাশ্যে কোরানের বিরোধিতা কী করল না? দেখো ঃ

'ইলম' সম্পর্কে কোরানের আয়াত ও বিতর্কিত দের খন্ডন ঃ-

তোমাদের রব (আজ্জা ও যাল্লা) ঘোষনা করছেন ঃ-

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

(সুরা নিসা- ১৯ নং আয়াত- ৫ম পারা)

হে নবী (অদৃশ্যের সংবাদ দাতা)। আল্লাহ আপনাকে শিখিয়েছেন যা আপনি জানতেন না, আর আল্লাহ্‌র করুণা আপনার উপর অত্যাধিক রয়েছে।

উক্ত আয়াত শরীফের মধ্যে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন হযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লাম কে অজানা বিষয়কে জ্ঞাত করে তা হুযুর পাকের নবুওতের কামালের মধ্যে গণ্য করেছেন।

আরও ঘোষনা করছেন ঃ-

وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ

(সুরা ইউসুফ, ৬৮ নং আয়াত - ১৩ পারা)

অবশ্যই ইয়াকুব (অলায় হে সাল্লাম) আমার শিক্ষাপ্রাপ্ত

আর ও ঘোষনা করছেনঃ-

وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ

(সুরা আয-যারিয়াত, ২৮ নং আয়াত, ২৬ পারা)

ফেরেশতারা ইব্রাহীম আলায় হেস সাল্লাম কে একজন জ্ঞানী সন্তান ইসহাক আলায় হে সালামের সম্বন্ধে সু-সংবাদ দিলেন।

আরও ঘোষনা করছেন ঃ-

وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا

(সুরা কাহাফ, ৬৫ নং আয়াত, ১৫ পারা)

আমি খিজির (আলায় হে সাল্লাম) কে আমার নিকট হতে জ্ঞান প্রদান করেছি।

এ সকল আয়াত সমুহ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আম্বিয়া (আলায়ইহিমুসসাল্লাম) দের জ্ঞান সমূহ কে, তাঁদের কামালতের মধ্যে গণ্য করেছেন।

এখন পূর্বে বর্ণিত যায়েদের স্থলে আল্লাহের নাম, এবং ইলমে গায়েবের স্থলে শুধু ইলম যা প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে বর্ত্তমান যদি ধরা হয়- তাহলে এটা প্রমাণিত হবে যে ওই কটুক্তি কারী পরিষ্কার ভাবে কালামুল্লাহ (কোরান) কে বয়কট করেছে, সে আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় মন্তব্য করেছে-হুযুর পাক ও অন্যান্য আম্বিয়াদের ইলম (জ্ঞান) কে যদি তাঁদের পবিত্র জাতের সহিত ধরা হয়, এবং খোদার ধারনা অনুযায়ী যদি তা সত্য হয়, তাহলে জিজ্ঞাস্য বিষয় হল, এই ইলম দ্বারা হয়ত যদি আংশিক ইলম ধরা হয় তাহলে ওই ক্ষেত্রে হুযুর ও অন্যান্য আম্বিয়াদের এমন কী প্রাধান্য ওই প্রকার জ্ঞান যায়েদ, আমর বরং সকল প্রকার শিশু, পাগল ও সমস্ত জন্তুর মধ্যে ও বর্ত্তমান। কেননা প্রতিটি মানুষের কিছু না কিছু ইলম থাকে, সে ক্ষেত্রে সকলকেই আলেম বলতে হবে। যদি খোদা এরূপ ধারনা করে যে, আমি সকলকে আলেম বলব তাহলে এই ইলম কে কেন শুধুমাত্র নবুওতের কামালের মধ্যে গণ্য করা হবে ? যে ক্ষেত্রে মোমিন এমন কি সাধারণ মানুষের ও বৈশিষ্ট্য ভাবা হয় না, সেক্ষেত্রে নবুওতের কামালের মধ্যে কেন গন্য হবে? আর যদি এরূপ ধরা না হয় তাহলে

নবী ও সাধারনের পার্থক্যের কারন বর্ণনা করা জরুরী হবে।

আর যদি সমস্ত ইলম ধরা হয় এবং তা হতে কোন একটি অংশ ও বাদ না পড়ে, তাহলে আকলী ও নকলী দলীল অনুযায়ী তা বাতিল বলে গন্য হবে।

অতএব খোদার ওই সমস্ত বক্তব্য ওই দলীল থেকেই বাতিল বলে প্রমাণিত হল।

মুসলমানগন! ওই কটুক্তি কারীর দল শুধুমাত্র হুযুর পাকের শানেই গালি দিল না বরং আল্লাহ্‌র কালামকেও বাতিল ও অগ্রাহ্য করল। মুসলমানগণ! যার স্পর্ধা এতদূর যে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের জ্ঞান কে পাগল ও জানোয়ারের জ্ঞানের সঙ্গে মিলিত করল, এবং ঈমান, ইসলাম ও মানুষত্ব সকলদের হতে চক্ষু বন্ধ করে সাফ বলে দেয় নবী ও জানোয়ারের মধ্যে কি পার্থক্য ? এদের জন্য খোদার কালামকে বয়কট করা, অমান্যকরা ও পিছপা করা এমন কিছু আশ্চর্য্য নয়। যারা কালামুল্লাহ সাথে এরূপ আচরণ করে, তারা রসুলুল্লাহ্‌র শানেও গালিগালাজ করতে পারে। কিন্তু হ্যাঁ তাদের কে জিজ্ঞাসাবাদ কর যে, তাদের এরূপ বক্তব্য তাদের শিক্ষকদের মধ্যে কী লাঘব হবে? যদি হয় তাহলে তার উত্তর কি আছে ?

হ্যাঁ, ওই কটুভাষীদের বলো । তোমাদের ভাষন যা হুযুরের জন্য জারী করেছ, তোমারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে ওইরূপ জিজ্ঞাসাবাদের কী হুকুম দেবে, যে রূপ তোমাদের আলেম, ফাজেল, মৌলবী, মোল্লা, চুনা প্রভৃতি বলা হয়- পশু, চতুস্পদ যেমন কুকুর, শুয়ার প্রভৃতির পরিবর্তে তোমাদের মান্যকারী তোমাদের তাযীম, ইজ্জত ও সম্মান কেন করে, হাত- পায়ে চুম্বন কেন দেয়, অন্য জানোয়ার যেমন পেঁচা, গাধার সহিত কেন এরূপ করে না ? এর

কারন কী রয়েছে ?

সকল জ্ঞান প্রকৃতই তোমাদের মধ্যে নেই, আর আংশিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে তোমাদের এমন কী বৈশিষ্ট্য? এমন জ্ঞান পেঁচা, গাধা, কুকুর, শুয়ারের মধ্যেও রয়েছে। যার জন্য এ সকল জন্তুদেরও আলেম, ফাজেল, চুনীও চুনা বলা। তাহলে তুমি যদি এরূপ দাবী কর যে, হ্যাঁ আমি সকলকে আলেম বলব, তাহলে তোমার জ্ঞানকে তোমার কামালতের মধ্যে কেন গন্য করা হবে? যে বিষয় সাধারণ মানুষেরও বৈশিষ্ট্য নয়, যা গাধা, কুকুর ও শূয়োর প্রভৃতি সকলের মধ্যে বর্তমান, তা তোমার বৈশিষ্ট্য কী ভাবে হতে পারে, আর যদি এরূপ ধরা না হয়, তাহলে তোমার মতানুযায়ী তোমার সাথে গাধা, কুকুর ও শূয়ারের সাথে পার্থক্যের কারণ বর্ণনা জরুরী হয়ে পড়বে। মুসলমানগণ ! এরূপ যুক্তির পর আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় এটা পরিস্কার যে, এই সকল কটুভাষীরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লাম- এর শানে প্রকাশ্যে গালী দিয়েছে, এবং তাঁর রব (আজ্জা ও যাল্লা) ও কোরান শরীফের ও বিরোধীতা করেছে।

মুসলমান! ওই কটুভাষী ও তার সহচর্যদের জিজ্ঞাসা কর ঃ- তাদের এরূপ স্বীকার উক্তি কোরানের মোতাবিক সাব্যস্ত হল কী না?

হক্ক প্রকাশের পর গ্রহন না করা প্রকাশ্য গুমরাহী ঃ-

তোমাদের রব (আজ্জা ও যাল্লা) ঘোষণা করছেন ঃ-

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

(সুরা আরাফ , ১২নং আয়াত - ৯ম পারা)

আর অবশ্যই আমি জাহান্নামের জন্য নির্ধারিত রেখেছি বহু জ্বীন ও ইনসানকে,যাদের অন্তর হক্ক বোঝে না, যাদের চোখ সত্যের

রাস্তাকে দেখে না, যাদের কান সত্যের বানীকে শ্রবন করে না, আর তারা চতুষ্পদ প্রাণীর ন্যায়, বরং তাদের হতেও নিকৃষ্ট পথ ভ্রষ্ট ও তারাই গফলতের মধ্যে নিমজ্জিত।

আরও বলেছেন ঃ-

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلا

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلا

(সুরা ফোরক্কান, ৪৩-৪৪ নং আয়াত, ১৯ পারা)

আপনি কি তাকে দেখছেন, যে আপনকামনা - বাসনাকেই আপন খোদা স্থীর করে নিয়েছে ? তবুও কি আপনি তার রক্ষনা বেক্ষণের দায়িত্ব নেবেন ? অথবা একথা মনে করেছেন যে, তাদের মধ্যে অনেকে কিছু শুনে কিংবা বুঝে ? তারা তো নয়, কিন্তু যেমন চতুষ্পদ পশু, বরং সে গুলোর চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট পথভ্রষ্ট। ওই কটুভাষী যারা চতুষ্পদ প্রাণীদের জ্ঞানকে অম্বিয়াদের জ্ঞানের সমতুল্য মেনেছে, তাদের জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের জ্ঞান অম্বিয়া কিংবা হুযুরের (সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লাম) জ্ঞানের সমতুল্য কী ? প্রকাশ্যে তো এর দাবী করবে না, আর দাবী করা আশ্চর্য কিছু নয় যখন চতুষ্পদের বরাবর করছে তখন সে তো দুপায়ী বরাবর মানতে অসুবিধা কী ? তাদের এরূপ ভাবে জিজ্ঞাসা কর তোমাদের ওস্তাদ, পীর ও মোল্লাদের মধ্যে এমন কি কে ও রয়েছে যারা জ্ঞানে তোমার চেয়ে বেশী অথবা সমতুল্য, পরিশেষে কোনরূপ পার্থক্য তো করবেই। তাহলে তাদের ওস্তাদ প্রমুখরা তাদেরই কথামত জ্ঞানের ক্ষেত্রে চতুষ্পদের সমতুল্য হবে, আর তারা জ্ঞানের ক্ষেত্রেও উস্তাদের থেকে কম। তাদের শাগরিদ বা ছাত্ররা তাদের সহিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমতুল নয়, অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবশ্যই কম, তাহলে তারা সকলের

নিজেদের কথার পরিপেক্ষিতে চতুষ্পদ হতে অধিক নিকৃষ্টপথ ভ্রষ্ট, আর এই আয়াত দ্বারা প্রমান হয় ঃ-

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

(সুরা ক্বলম, ৩৩ নং আয়াত, ২৯ পারা)

শাস্তি এমনই হয়, নিশ্চই পরকালের শাস্তি সর্বাপেক্ষা কঠিন, কতই উত্তম ছিল যদি তারা জানতো ।

আল্লাহ পাক সম্পর্কে 'মিথ্যুক' ব্যক্তকারীদের মন্তব্য ঃ-

মুসলমানগণ ! পূর্বের আলোচনায় ওই সকল বর্ণনা ছিল যার দ্বারা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কে অসম্মান করা হয়েছে, ওই বর্ণনা কতই না দৃষ্টিকটু অতঃপর মহান আল্লা (আজ্জাও যাল্লা) এর শানে ও বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে বিবেচনা করুন! যে এরূপ মন্তব্য করেছে যে, " আমি কখন বলেছি যে, আমি আল্লাহর ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রযোজ্য হওয়ার বক্তা নয়- এর পরিপেক্ষিতে ওই ব্যক্তির বক্তব্য " খোদা কার্যক্ষেত্রে মিথ্যুক মিথ্যা বলেছে এবং মিথ্যা বলে।

এ বক্তব্যের পরিপেক্ষিতে কোন মুফতী যদি এরূপ ফতোয়া দেয়- " যদিও সে কোরান শরীফের আয়াতের ব্যাখ্যা ভুল করেছে তবুও মন্তব্যকারীকে কাফির, বেদাতী বা পথভ্রষ্ট বলা যাবে না।

আবার কে ও বলেছে, " উক্ত বক্তার সম্পর্কে কোন খারাপ ধারনা করা চলবে না।"

আর যে বলেছে, " এর দ্বারা পূর্বের ওলামাদের ও কাফের সাব্যস্ত করা হবে এবং হানাফী, শাফেয়ীর উপর ঠাট্টা ও পথভ্রষ্টতার উক্তি প্রযোজ্য নয়।"

মাযাআল্লাহ! এই রূপ মন্তব্যকারীদের মতে,অল্লাহকে

মিথ্যাবাদী বলা পূর্বের ওলামাদেরও মযহাব ছিল। এরূপ মতভেদ হানফী, শাফেয়ী মাযহাবের ওই সকল মতভেদের ন্যায় যেমন নামাযের সময় হাতকে নাভীর নিচে ও নাভীর উপর বাঁধা অনুরূপ খোদাকে কেহ সত্য বলল আবার কেহ মিথ্যুক, অতএব এরূপ মন্তব্য কারীদের পথভ্রষ্ট বা কাফের বলা হতে বিরত থাকতে হবে। অর্থাৎ যারা খোদাকে মিথ্যুক বলে তাদের পথভ্রষ্ট তো দূরের কথা গুনাহাগার ও বল না, কেহ আবার ওই সকলদের সম্পর্কে এরূপ ফতোয়াজারী করে, এবং তারা স্বেচ্ছায় স্বাক্ষ্যদেয় " আল্লাহর মিথ্যা বলার ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়" যা সম্পর্কে ঐক্যমত রয়েছে। পরিষ্কার ভাবে যারা মন্তব্য করেছে মিথ্যা সাব্যস্ত হয়েছে- এই প্রকার লোকেরা মুসলমান থাকতে পারে কী ? যারা এদের মুসলমান বলে তারা কী মুসলমান হতে পারে? মুসলমানগণ ! আল্লাহের কৃপায়, বিবেচনা করো।

ঈমান কার নাম,আল্লাহের সত্যতার স্বাক্ষ্য দেওয়ার নাম। সত্যতার বিপরীত কী? মিথ্যার সংগা কী? কারো প্রতি মিথ্যার ইঙ্গিত দেওয়া। যদি প্রকাশ্যেই খোদাকে মিথ্যুক ধারনা করার পরও ঈমান অবশিষ্ট তাকে, তাহলে খোদা জানে ঈমান কোন পশুর নাম! খোদা জানে গনতকার, হিন্দু নাসারার কেন কাফের হল! এদেরমধ্যে কেও নিজ খোদকে মিথ্যুক বলে না- হ্যাঁ মহান বব্বুল আলামীন কে মানে না, কারণ খোদা সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণা নেই বা গ্রহন করে না, এরূপ তো পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন কাফের কেও দেখা যায় না, খোদাকে খোদা বলে মান্য করার পর তার কালাম কে জানার পরও নিশ্চিন্তে এরূপ মন্তব্য করে যে, খোদা মিথ্যা বলেছে, আর এর দ্বারা মিথ্যা লাঘব সঠিক হয়েছে।

এ সকল কুমন্তব্যকারী দল যারা আল্লাহ ও রসুল কে বহু গালি-গালাজ করেছে যা কোন জ্ঞানী ব্যাক্তি অস্বীকার করবে না। এটা হল প্রকৃত পরীক্ষার সময়- মহান আল্লাহকে ভয় করো এবং সাথে সাথে বর্ণিত আয়াত সমূহের উপর আমল কর; তোমার ঈমান, তোমার অন্তরের মধ্যে সকল কু মন্তব্যকারী সম্পর্কে ঘৃনায় পরিপূর্ণ করবে। কক্ষনই আল্লাহ (আজ্জা ও যাল্লা) ও রসুল (সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লাম) এর মোকাবিলায় তাদের সাথে সাথ দিতে দেবে না, তোমার মধ্যে তাদের সম্পর্কে ঘৃণা জন্মাবে, তাদের সাথে একত্রিত হতে দেবে না। আল্লাহ (আজ্জা ও যাল্লা) ও রসুল (সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে তাদের কুৎসিত মন্তব্যকে অতি নিকৃষ্ট বলে ধারণা করবে।

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বিচার করো ! যদি কোন ব্যাক্তি তোমার মাতা, পিতা, শিক্ষক ও পীরকে গালী দেয় আবার তা শুধু মৌখিক নয়, লিখিত আকারে ছাপিয়ে, তাহলে তুমি তার সাথে সঙ্গ কী দেবে? তার মন্তব্য কে প্রাধান্য কী দেবে? তার কু-মন্তব্য হতে এড়িয়ে কী চলবে ? তার সাথে সম্পর্ক কী রাখবে ? কক্ষনই নয়। যদি তোমার মধ্যে মনুষত্ব, নৈতিকতা, মাতা পিতার সম্মান, মযার্দা ও ভালবাসার নাম ও নিশানা থেকে থাকে, তাহলে ঐ কু-মন্তব্যকারীদের আকৃতিকেও ঘৃনা করবে, তাদের ছায়া থেকে দূরে চলে যাবে, তার নামে ক্রোধ জন্মাবে, তাদের সম্পর্কে নালিশ জানাবে, এবং তাদের সাথে শত্রুতার মনোভাব রাখবে, এরপর নিজ মাতা- পিতার ভালবাসাকে এক পাল্লায় এবং এক আল্লাহ ও রসুল (আজ্জা ও যাল্লা, সাল্লাল্লাহু আলায়হেওয়া সাল্লাম) উভয়ের সম্মান ও মহত্বের উপর ঈমানকে অপর পাল্লায় রাখ, অতঃপর মাতা পিতার ইজ্জত ও সম্মান

কে আল্লাহ ও রসুলের ইজ্জতের কাছে তুচ্ছ বলে জান, মাতা পিতার ভালবাসা ও সম্পর্ক কে আল্লাহ ও রসুলের ভালবাসা ও খিদমতের তুলনায় হীন বলে জান।

এর পরিপেক্ষিতে, খুবই জরুরী হবে যে, ওই কু-মন্তব্যকারী ও ভ্রষ্টাচারদের এমনই ঘৃনা, অবমাননা ও লাঞ্ছনা করতে হবে যা, মাতা পিতার শত্রুর চেয়েও হাজার গুণ বেশী, আর এরূপ প্রদর্শন কারীরা হল তারা, যাদের জন্য আল্লাহর তরফ হতে সাত প্রকারের শুভ সংবাদ রয়েছে। মুসলমানগণ ! তোমাদের এই প্রিয় খয়ের খাঁ আশা রাখে যে, এক আল্লাহর ওই সকল আয়াত সমূহ উপযুক্ত দলীল হওয়ার পর আর অধিক কোন দলীলের প্রয়োজন নেয়, অথচ তোমার ঈমান স্বয়ং তাদের বিপক্ষে ওই আয়াত সমূহ দ্বারা স্বাক্ষী দেবে, তোমাদের রব (আজ্জা ও যাল্লা) কোরান শরীফের মধ্যে তোমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে ইব্রাহীম আলায় হে সালামের আদর্শকে অনুকরণ করা উপদেশ দিচ্ছেন।

তোমাদের রব (আজ্জা ও যাল্লা) ঘোষনা করছেন ঃ-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ

.... وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

(সুরা মোমতাহিনা- ৬-৮ ন আয়াত - ২৮ পারা)

নিশ্চয় তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ ছিল ইব্রাহীম (আলায় হে সালাম) ও তাঁর সাথীদের মধ্যে ; যখন তারা আপন সম্প্রদায়কে বললো, ‘নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তাদের প্রতি ও, যাদের তোমরা নিজ রব ব্যতীত পূজো করছো,আমরা তোমাদের কে অস্বীকার করেছি এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে শত্রুতা

ও বিদ্বেষ ভাব প্রকাশিত হয়ে গেছে চীরকালের জন্য, যতক্ষন পর্যন্ত তোমারা এক আল্লার উপর ঈমান আনবে না।....... নিশ্চই তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম অনুসরণ ছিল তারই জন্য, যে আল্লাহ ও সর্বশেষ দিবসের উপর আশাবাদী এবং যে মুখ ফেরায়, তবে নিশ্চয় আল্লাহই অভাব মুক্ত, সমস্ত প্রশংসাই প্রশংসিত, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উদ্দেশ্যে এরূপ বর্ণনা করেছেন- “ যে রূপ ভাবে আমার খলিল ও তাঁর সাথীরা করেছে আমার জন্য নিজ কওমের প্রকাশ্য শত্রু হয়ে গেছে আর তাদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে- আর প্রকাশ্যে ঘোষনা করেছে - আমাদের সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেয়। আমরা তোমাদের উপর সত্যই অসন্তুষ্ট, অনুরূপ তোমাদের ও এরূপ করা প্রয়োজন। এই রূপ তোমাদের কল্যানার্থে তোমাদের প্রতি ব্যক্ত হয়েছে, যদি তা মানো তা হলে তোমাদের কল্যান আছে, আর যদি না মানো তাহলে আল্লাহ তোমার কোন পরোয়া করে না-“ যখন তারা আমার শত্রু হয়েছে তুমিও যদি তাদের সঙ্গে থাকো। আমি বিশ্ব জগতের ধনী, সকল প্রকার প্রশংসায় প্রশংসিত” (যাল্লা ওয়া আলা ওয়া তাবারক ওয়া তায়ালা)

দুইটি ফির্কা ও তাদের কৈফিয়তের জবাব ঃ-

ওই সকল ছিল পবিত্র কোরানের নির্দেশ -

আল্লাহ পাক যার সহিত কল্যান চান তাকে আমল করার তৌফিক দেন, কিন্তু এখানে দুটি দল বা ফিরকা উক্ত নির্দেশ কে বিভিন্ন অজুহাত দ্বারা অস্বীকার করেছে।

১ম ফিরকাঃ- নিকৃষ্ট বে আমল ঃ এদের দুটি অজুহাত।

প্রথম অজুহাত ঃ “ অমুক হল আমার ওস্তাদ, বুজুর্গ বা দোস্ত” এই অজুহাতের উত্তর কোরানশরীফের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা সাবস্ত্য

করা হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা পরিস্কার ঘোষনা করেছেন, আল্লাহ্র গজব হতে যদি বাঁচতে চাও, তাহলে উক্ত পরিস্থিতিতে (গুস্তাখী) নিজের বাপের ও খাতির করো না।

দ্বিতীয় অজুহাত ঃ- “ সাহেব ! এই কটুমন্তব্যকারীরাও তো মৌলবী এবং মৌলবীকে কেন কাফের ভাববো ও খারাপ মন্তব্য করব ” এই অজুহাতের উত্তর হল ঃ-

আল্লাহ যাকে হেদায়াত না দেন তার পক্ষে হেদায়াত সম্ভব নয় ঃ-

তোমাদের রব (আজ্জা ও যাল্লা) ঘোষনা করছেন

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ
عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ

(সুরা জাশিয়া- ২৩ নং আয়াত ২৫ পারা)

ভাল, দেখোতো, ঐ ব্যক্তি, যে আপন খেয়াল - খুশিকে আপন খোদা স্থির করে নিয়েছে এবং আল্লাহ তাকে জ্ঞান গুন সহকারেই পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তার কান ও হৃদয়ের উপর মোহর করে দিয়েছেন এবং চক্ষুদ্বয়ে পর্দা স্থাপন করেছেন সুতরাং আল্লহ্র পর তাকে কে পথ দেখাবে? তবে কি তোমরা স্মরন করছো না। আরও ঘোষনা করছেন ঃ-

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ
مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

(সুরা জুম আ- ৫ম আয়াত - ২৮ পারা)

তাদের দৃষ্টান্ত, যাদের উপর তাওরাত অর্পন করা হয়েছিল, অতঃপর তারা সেটার নির্দেশ পালন করেনি, তাদের অবস্থা ওই গর্দভের ন্যায় যার পিঠের উপর কেতাবের বোঝা বহন করে। কতই মন্দ দৃষ্টান্ত ওই সমস্ত লোকের, যারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে

অস্বীকার করেছে এবং আল্লার অত্যাচারীদের সৎপথ প্রদান করেন না ।

আরও ঘোষনা করছেন ঃ-

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ
وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ
عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
سَاء مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ
مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

(সুরা আরাফ, ১৭৫-১৭৮ নং আয়াত, ৯ম পারা)

এবং হে মাহবুব ঃ তাদের কে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত শোনান, যাকে আমি আমার নির্দশনাদী দিয়েছি, অতঃপর সে সেগুলো থেকে পরিষ্কার বের হয়ে গেল, তখন শয়তান তার পিছনে লাগানো আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, এবং আমি ইচ্ছা করলে নিদর্শন সমূহের কারণে তাকে উঠিয়ে নিতাম- কিন্তু সে তো যমীন কে স্থায়ীভাবে ধরে রেখেছে এবং স্বীয় কু-প্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে; সুতরাং তার অবস্থা কুকুরের ন্যায়, তুমি তার উপর আক্রমন করলে সে জিহ্বা বের করে দেয়। এ অবস্থা হচ্ছে তাদেরই, যারা আমার নিদর্শন গুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে সুতরাং আপনি উপদেশ শোনান যাতে তারা চিন্তা করে ; কতই মন্দ উপমা তাদের, যারা আমার নিদর্শন গুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং নিজেদেরই আত্মার ক্ষতি করেছিল। আল্লাহ যাকে পথ দেখান সেই পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে; আর যাকে বিপথগামী করেন, তবে তারাই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

পথ ভ্রষ্ট আলেমদের নিকৃষ্ট অবস্থা ঃ-

কিছু সংখ্যক আলেম সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়াত নয়, যে সকল আয়াত ও হাদিসের মধ্যে পথভ্রষ্ট আলেমদের লাঞ্ছিত অবস্থার করুণ পরিণতি ব্যবহৃত হয়েছে তাদের সংখ্যা অগনিত। এরূপ একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে "দোজাখের ফেরেশতারা মূর্তী পুজারকদের পূর্বে ওই সকল আলিম সম্প্রদায় দের পাকড়াও করবে, ঐ প্রকার আলেম সম্প্রদায় জিজ্ঞাসা করবে, " আমাদের কে মূর্তী পুজারকদের পূর্বে কেন ধরলে ? প্রতুত্তরে বলা হবে,' জ্ঞানী ও অজ্ঞ এক নয় " (তাবরাণী- মুজামুলকাবীর)

পথভ্রষ্ট আলেম শয়তানের উত্তরসূরী ঃ-

ভাই সকল ! আলেম সম্প্রদায় এজন্য সম্মানিত , কারণ তারা আম্বিয়াদের ওয়ারিশ (উত্তরসূরী), আর নবীর ওয়ারিশ তারাই, যারা সঠিক হেদায়তের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু যদি হেদায়াতের মধ্যে না থাকে, তাহলে সে নবীর ওয়ারিশ নয় বরং শয়তানের ওয়ারিশ, অলিম যখন প্রকৃতই নবীর ওয়ারিশ হয়, তখন তার সম্মান হয় নবীর সম্মান। আর যদি শয়তানের ওয়ারিশ হয় তখন তাকে সম্মান করা মানে শয়তানকে সম্মান করা হয়। অতএব বদমাযহাব (বাতিল দল) দের সম্পর্কে বিশেষ আর জানার প্রয়োজন নেই, যে কঠিন কুফরীর মধ্যে নিমজ্জিত তাকে আলেম মনে করা কুফরী; সম্মান করা তো দূরের কথা ।

বন্ধুবর ! জ্ঞান ততক্ষন পর্যন্ত কল্যান আসে, যখন তা ধর্মের সহিত সম্পর্কযুক্ত হয়, নতুবা তা পন্ডিত বা পাদরীর ন্যায়। ইবলিশ ও এক সময় সময় বড় আলেম ছিল, কিন্তু কোন মানুষ কী তার সম্মান করে, এমন কি সে ফেরেশতাদের শিক্ষক বলেও প্রশিদ্ধ ছিল। ফেরেশতাদের জ্ঞান প্রদান করার জন্যে।

আদম আলায় হে সাল্লাম কে সেজদা না করার কারণে শয়তান অভিশপ্ত ঃ-

যখন হতে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে সাল্লামের প্রতি তাজিম করা থেকে শয়তান মুখ ফিরিয়ে নেয় ঃ-

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র নূর মোবারক হযরত আদম আলায়হে সাল্লামের পেশানীর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। শয়তান মালাউন হুযুরের নুরের প্রতি সেজদা না করার জন্য; অভিশাপের বেষ্টনী পরিধান করে।

আল্লাহর কোরান ঘোষনা করেন " তিলকার রসুলু ফাদ্বালানা".....। (সুরা বাকারা ২৫৩ নং আয়াত)

যার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরে কাবীরের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে" হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের নুর মোবারক হযরত আদম আলায় হিস্ সাল্লামের কপাল মোবারকে থাকার কারনে ফেরেশতাদের সেজদা করার হুকুম হয়েছিল,"

(তফসীরে কবীর , ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী- ৩য় খন্ড, ৪৫৫ পৃঃ)

তফসীরে নেসাপুরীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, " হযরত আদম আলায়াই সাল্লামকে ফেরেস্তারা সেজদা করেছিল, তার একমাত্র কারন তার পেশানির মধ্যে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নুর বর্তমান ছিল।"

(তফসীরে নেসাপুরী-৩ য় খন্ড - ৭ পৃঃ)

উপরিউক্ত দুটি ব্যাখ্যা হতে এটা পরিষ্কার যে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামার পবিত্র নূর মোবারক হযরত আদম আলায়হি সালামের পেশানির মধ্যে অবস্থান করায় ফেরেশতারা

তাঁকে সেজদা করেছিল।

দেখ! শয়তানের প্রতি তার শাগরিদ ফেরেশতারা সর্বদা লানাত (অভিশাপ) বর্ষনকরে, প্রতি রমযান মাসে তাকে শিকল দ্বারা আবদ্ধ করে রাখে, এবং ক্বেয়ামত দিবসে তাকে জাহান্নামের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলবে।

এই দলীল দ্বারা 'জ্ঞানী ও শিক্ষক হওয়া' উভয় উত্তরই পরিষ্কার হল-

ভাই সকল ! শতকোটি আফশোষ! ওই সকলদের জন্য, যারা আল্লাহ ও হুযুরের চেয়ে নিজের ওস্তাদদের অধিক সম্মান প্রদর্শন করে, আল্লাহ ও রসুলের চেয়ে তারা তাদের বড় ভাই, বন্ধু ও বিশ্বের অন্য বিষয়ের সহিত অধিক ভালবাসা রাখে।

হে রব! আমাদের কে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর সঠিক ইজ্জত ও রহমতের সদকায় সঠিক ঈমান দাও। (আমীন)

দ্বিতীয় ফিরকা ঃ- ইসলাম বিরোধী শত্রু সকল স্বয়ং দ্বিনের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহকে অস্বীকার করে কুফরী করছে। এবং নিজ নাম হতে 'কাফের' শব্দ মেটানোর জন্যে ইসলাম, কোরান, খোদা, রসুল এবং ঈমানকে নিয়ে অট্টহাস্য করছে। আর এ সকল কুৎসিত, বিপথগামী, পথভ্রষ্ট ইবলিশ সম্প্রদায় ওই সকল ফন্দী অবলম্বন করে, যার দ্বারা দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহকে মেনে চলার গন্ডী উঠে যায় এবং ইসলাম শুধু মাত্র তোতাপাখীর রটার ন্যায় নামমাত্র থেকে যায়, সুতরাং শুধু কলমার নাম নিয়ে আল্লাহ তায়ালার জন্য মিথ্যা অপপ্রচার করে, প্রয়োজনে রসুলকেও অকথ্য গালি দিয়ে থেকে ভাবে ইসলাম কোন ভাবেই বিচ্যুত হয় না।

بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰه بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ

(সুরা বাকারা ৮৮নং আয়াত ১ পারা)

বরং আল্লাহ তায়ালা তাদের কুফরীর জন্য তাদের উপর অভিশাপ বর্ষন করেন। তাদের মধ্যেও অল্প সংখ্যক নিয়ে আসে। এরা হল মুসলমানের শত্রু ও ইসলামের প্রধান শত্রু। সাধারণের সঙ্গে ছলনা ও আল্লাহ তায়লা পবিত্র দ্বীনকে বদলানোর জন্য এরা বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নেয়।

দুটি ধোঁকাবাজীর প্রত্যুত্তর ঃ-

মুসলমান হওয়ার জন্য মৌখিক দাবী যথেষ্ট নয় -

প্রথম ধোঁকা ঃ- ইসলাম নাম হল কলমা পাঠ করার - হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে (তিরমীযি ২ য় খন্ড ৯২ পৃঃ)

তাহলে কোন উক্তি বা কর্মের পরিপেক্ষিতে কিভাবে কাফের হবে?

মুসলমানগণ! হুশিয়ার,খবরদার, ওইরূপ ব্যক্তকারী অভিশপ্তদের বক্তব্য হল, শুধু মৌখিক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা মানে খোদার পুত্র হয়ে যাওয়া '' মানুষের পুত্রকে গালি দেওয়া, জুতো মারা বা অন্য কিছু করা সত্বেও পুত্র হতে যেমন বের হয়ে যায় না, অনুরূপ যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল, সে খোদকে মিথ্যুক বা হুযুরকে প্রকাশ্য গালী দেওয়া সত্বেও ইসলাম বর্হিভূত হবে না।

এই ধোঁকার উত্তর হল কোরান শরীফের পবিত্র আয়াত 'আলাম অহসিবুন্নাস' যার বর্ণনা পূর্বেই হয়েছে। মানুষ কতই না অহংকারের মধ্যে রয়েছে যে, শুধু ইসলাম ব্যক্ত করলেই মুক্তি পাওয়া যাবে। পরীক্ষা হবে না ? ইসলাম যদি শুধু মৌখিক কলমা

E: Razvi Book \ Book (1st Proof) 22

পাঠকারীর নাম হত, তাহলে অবশ্যই তা ঠিক ছিল পুনরায় লোকেদের অহংকার কেন ভুল থাকবে, কোরান যার বিরোধীতা করেছে ঃ-

তোমাদের রব (আজ্জা ও যাল্লা) ঘোষনা করছেন ঃ-

قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

(সুরা হুজরাত , ১৪ নং আয়াত, ২৬ পারা)

মরুবাসীরা বললো, ‘ আমরা ঈমান এনেছি,‘ হে হাবীব ; আপনি বলুন “তোমরা তো ঈমান আনোনি, হ্যাঁ এমনই বলো, আমরা অনুগত হয়েছি এবং এই মুহূর্তে ঈমান তোমাদের অন্তর সমূহে কোথায় প্রবেশ করেছে?

আরও ঘোষনা করছেন ঃ-

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

(সুরা মোনাফিক্কুন- ১ম আয়াত - ২৮ পারা)

যখন মুনাফিকরা আপনার সম্মুখে হাযীর হয়ে বলে, ‘ আমরা স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হুযুর নিশ্চয় নিশ্চয় আল্লাহর রসুল, ‘এবং আল্লাহ জানেন যে, আপনি তাঁর রসুল, আর আল্লাহ স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিক গণ অবশ্যই মিথ্যুক।

লক্ষ্য কর, কত বড় বড় ভায্যকার, কত জোরাল দাবীদার, কত সব ভাগ্যের দাবীদার অথচ কক্ষনই সে মুসলমান নয়, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদেরকে মিথ্যুক ধোঁকাবাজ বলে স্বাক্ষ্য দিয়েছেন, তাহলে “মান ক্বালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ফাদাখালাল জান্নাত” এর উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা কোরানের বিরোধীতার নাম মাত্র। হ্যাঁ, যে কলমা পাঠ করে নিজেকে মুসলমান দাবী করে - আমরাও তাদের কে মুসলমান ভাববো যদি তাদের কোন আচার - ব্যবহার , কার্য্য কলাপ ইসলাম বিরোধী না হয়, কিন্তু এর বিপরীত হলে কলমা

পাঠ করা কোন কাজে আসবে না।

নবীর প্রতি বেয়াদবী ইসলাম বর্হিভূত করে দেয় ঃ-

তোমাদের রব (আজ্জা ও যাল্লা) ঘোষনা করছেন ঃ-

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ

(সুরা তাওবা, ২৪ নং আয়াত, ১০ পারা)

আল্লাহ্‌র শপথ করে বলে যে, তারা নবীর শানে বেয়াদবী করেনি, এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তারা কুফরের কথা বলেছে এবং ইসলামের মধ্যে এসে কাফির হয়ে গেছে।

ইবনে জারীর, তাবরাণী, আবুশেখ, ও ইবনে মারদাবিয়া আবদুল্লা ইবনে আব্বাস রাদিয়ল্লাহ আনহুমা হতে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহ আলায় হে ওয়া সাল্লাম একটি বৃক্ষের তলদেশে উপবিষ্ট ছিলেন এবং বর্ণনা করছিলেন যে, শীঘ্রই এক ব্যক্তি আসবে, যে তোমাদেরকে শয়তানের চোখে দেখবে এবং সে উপস্থিত হলে তার সাথে কথা বলো না। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর একজন বিশ্রী চক্ষু বিশিষ্ট লোক সামনে দিয়ে অগ্রসর হলে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহ আলায় হে ওয়া সাল্লাম তাকে ডেকে বললেন, “তুই ও তোর সাথীরা কী কারণে আমার শানে বেয়াদবী করিস?” এই শোনার পর ঐ ব্যক্তি তার সাথীদের হুজুরের সামনে হাজির করে কসম খেয়ে বলে,” আমরা হুজুরের শানে বেয়াদবী মুলক কোনপ্রকার বাক্য ব্যবহার করিনা এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযীল হয়, যার অর্থ হল ---- “খোদার ক্বসম তারা এজন্য করে যে, তারা বেয়াদবী করেনি, এবং অবশ্যই তারা কুফরী বাক্য বলল, আর তোমার শানে বেয়াদবী করে ইসলামের পর কাফের হয়ে গেল।”

(আল খাসায়েসুল কুবরা)

দেখো! আল্লাহ স্বাক্ষী দেন যে, নবীর শানে বেয়াদবী সূচক বাক্য

ব্যবহার করা হল কুফরী, এরূপ ব্যক্তকারীরা যদি লাখ বারও ইসলামের দাবী করে, কোটি কোটি বার কলমার পাঠকারী হয়, তবুও কাফের হয়ে যাবে।

আরোও ঘোষণা করছেন,

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ
لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

(সুরা তাওবা, ৬৫ নং আয়াত, ১০ পারা)

হে মাহবুব! যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তবে তারা বলবে আমরা তো এমনি হাসি খেলার মধ্যে ছিলাম। আপনি বলুন 'তোমরা আল্লাহ, তাঁর নিদর্শন সমূহ এবং তাঁর রসুলকে কী বিদ্রুপ করেছিলে? মিথ্যা অজুহাত রচনা করো না, তোমরাও কাফের হয়ে গেছো, মুসলমান হবার পর।

হারিয়ে যাওয়া উটনী ও মোনাফিকদের চক্রান্ত ঃ-

ইবনে আবি শায়বা, ইবনে জারীর, ইবানে মুননায, ইবনে আবি হাতিম, আবু শেখ, ইমাম মুজাহিদের প্রধান ছাত্র, সাইয়্যেদুনা আব্দুল্লা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণনা করছে যে, কোন এক ব্যক্তির উটনি হারিয়ে যায়, সে খোঁজ করতে লাগলে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহ আলায় হে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন "উটনীটি অমুক জঙ্গলের অমুক স্থানে রয়েছে" এই উক্তির পরিপেক্ষিতে একজন মোনাফিক মন্তব্য করল" মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলায় হে ওয়া সাল্লাম বলছেন উটনীটি অমুক স্থানে রয়েছে --- সে গায়েবের কী জানে?"

(ইবনে জারীর ১০ম খণ্ড, ১০৫ পৃঃ)

এর পরিপেক্ষিতে, আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াত নাজীল করেন "আল্লাহ ও রসুলের সঙ্গে ঠাট্টা করছো - বাহানা করো না, তুমি মুসলমান দাবী করার পর উক্ত মন্তব্য করে কাফের হয়ে গেছো।"

(তাফসীরে ইমাম ইবনে জারীর ১০ম খণ্ড ১০৫ পৃঃ

তাফসীরে দুররে মানসুর ৩য় খণ্ড ২৫৪ পৃঃ),

মুসলমানগণ! লক্ষ্য করো, হুজুর সাল্লাল্লাহ আলায় হে ওয়া সাল্লামের শানে এরূপ বেয়াদবী -- "তিনি গায়েবের কী জানেন' বলার ফলে ব্যক্তকারীর কলমা পাঠ কোনও কাজে আসেনি, আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কার বলেছেন যে, বাহনা করো না, তুমি মুসলমান হবার পর কাফের হয়ে গেছে।

এর দ্বারা ওই সকল লোকেরাও যেন জ্ঞান অর্জন করে যারা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহ আলায় হে ওয়া সাল্লামের ইলমে গায়েবের অস্বীকার করে, আর এরাও হলো মুনাফিক যাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর সঙ্গে, কোরানের এবং রসুলের সঙ্গে বিদ্রুপকারী ঘোষণা করেছেন। এবং পরিষ্কার ভাবে তাদের কাফের ও মুরতাদ ঘোষণা করেছেন।

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহ আলায় হে ওয়া সাল্লামের জ্ঞান হল আতায়ী (প্রাপ্ত) ।

অদৃশ্য জ্ঞান কে জানা নবুওতের বৈশিষ্ট্য কেন হবে না? যেমনটি হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মোহাম্মাদ গাযালী, ইমাম কুসতালানী, মৌলানা আলি ক্বারী, আল্লামা যারকানী প্রমূখরা 'রাসায়েলে ইল্‌মে গায়েব' এর মধ্যে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। পুনরায় পরিপূর্ণ পথভ্রষ্টরা কেমনই নিকৃষ্ট, যারা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রসুলকে প্রদত্ত ইলমে গায়েব যার সম্পর্কে রসুলের অবগত হওয়াকে অসম্ভব বলে, তাদের মতে, আল্লাহর নিকট সকল জ্ঞানই অদৃশ্য, তাঁর এতটুকুও ক্ষমতা নেই যে, অপরকে সে জ্ঞান প্রদান করে- আল্লাহ তায়ালা শয়তানের চক্রান্ত থেকে আমাদের হেফাজত করুন-

(অসীম)

হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র জানানো ব্যাতিত কারও জন্য সামান্য পরিমান জ্ঞান মান্য করা কুফরী, এবং আল্লাহ তায়ালার সমস্ত জ্ঞান কোন সৃষ্টির জন্য হওয়া বাতিল বলে প্রমানিত। কিন্তু সৃষ্টি হতে শেষ অবধি- যা কিছু হয়েছে ও যা কিছু হবে- এই প্রকার জ্ঞান, আল্লাহর জ্ঞান সমুদ্রের সহিত ওই রকমও তুলনা হয় না যে রকম একটি ক্ষুদ্র বস্তুর লাখ লাখ, কোটি কোটি অংশের সমুদ্রের ফোটার অংশ হয়, আবার এই জ্ঞান হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের জ্ঞান সমুদ্রের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র,- এ সম্পর্কে বিস্তারিত 'আদদৌলাতুল মাক্কিয়া' পুস্তকে বর্তমান।

এটি ছিল সমালোচনা মূলক বাক্য, এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এর পর পূর্বের আলোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করো।

উক্ত বাতিল ফিরকার দ্বিতীয় ধোঁকা ঃ-

এটা হল, ইমাম আযম রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাযহাব, যে তিনি মন্তব্য করেছেন, ''ক্বেবলার দিকে মুখ করে কোন সেজদাকারীকে কাফের বলব না'' এজন্য যে হাদিস শরীফে বর্তমান, ক্বেবলার দিকে মুখ করে নামায পাঠকারী, আমাদের যবাহকৃত পশু ভক্ষণকারীরা হল মুসলমান।

এই নিকৃষ্ট কৌশল দ্বারা ওই প্রকারের লোকেরা শুধুমাত্র কলমা পাঠকারীদের নাম মুসলমান রেখেছে। অর্থাৎ যে কাবার দিকে মুখ করে নামায পাঠ করবে সে মুসলমান, যদিও সে আল্লাহ তায়ালা মিথ্যুক বলে, হুযুর কে গালী দেয়- কোন ভাবেই তার ঈমান যাবেনা। সাম্মানিতা মহিলার নাপাক হওয়া সত্বেও ওযু নষ্ট না হওয়ার ন্যায়।

তোমাদের রব (আজ্জা ও যাল্লা) ঘোষনা করছেন,

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

(সুরা বাক্বারা, ১৭৭ নং আয়াত , ২য় পারা)

কোন মৌলিক পূণ্য এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, হ্যাঁ মৌলিক পূণ্য হলো এ যে, ঈমান আনবে আল্লাহ, ক্বেয়ামত দিবস, ফেরেশতাগণ, কেতাব ও নবীগণের উপর।

দেখো পরিস্কার ঘোষিত হয়েছে, দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর ঈমান নিয়ে আসাই হল মৌলিক, এটা ছাড়া নামাযের সময় ক্বেলার দিকে মুখ করার কোন অর্থ হয় না। আরও ঘোষিত হচ্ছে-

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ

الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ

(সুরা তাওবা, ৫৪ নং আয়াত- ১০ পারা)

এবং তারা যা ব্যয় করে তা গ্রহন করা হয় নি, কিন্তু এজন্যই যে, তারা আল্লাহ ও রসুল কে অস্বীকার করেছে, এবং নামাযে আসেনা কিন্তু অলসতার সাথে এবং খরচ করে না কিন্তু অনিচ্ছাকৃত ভাবে।

দেখো! তাদের আদায়কৃত নামায সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, পূনরায় তাদের কাফের ঘোষনা হয়েছে, এ সকলরা ক্বেবলার দিকে মুখ করে নামায কী আদায় করত না ? এমন কি শুধু ক্বেবলা নয়- জান ও প্রানের ক্বেবলা, দ্বীন ও ঈমানের ক্বেবলার পিছনে কাবার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করত।

আরও ঘোষিত হচ্ছে-

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ

(সুরা তাওবা - ১১নং আয়াত - ১০ পারা)

অতঃপর যদি তারা তাওবা করে, নামায ক্বায়েম রাখে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তোমাদের দ্বীনি ভাই; এবং আমি নিদর্শন সমূহ

বিষদভাবে বর্ণনা করি জ্ঞানীদের জন্য এবং যদি চুক্তি করে নিজেদের শপথ সমূহ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে বিদ্রুপ করে, তবে কুফরের নেতাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করো নিশ্চই তদের শপথ সমূহ কিছুই নয়, এ আশায় যে, হয়ত তারা ফিরে আসবে।

দেখো ! নামায আদায়করা, রোযা ও যাকাত প্রদান করা সত্বেও দ্বীনের সহিত ঠাট্টা করার কারণে তাদেরকে পেশোয়া বা কাফেরদের নেতা বলা হয়েছে , তাহলে খোদা ও রসুলের শানে যারা গুস্তাখী করে তারা দ্বীনের শত্রু নয় কী ? এর বর্ণনা শুনুন ঃ- 'শানে আক্বদাস' এর শানে বেয়াদবদের ও অন্যান্য গুস্তাখদের সম্পর্কে ইসলামী হুকুম ঃ-

তোমাদের রব (আজ্জা ও যাল্লা) ঘোষনা করছেন ঃ-

مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ
غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ
وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً

(সুরা নিসা- ৪৬ নং আয়াত - ৫ম পারা)

কিছু সংখ্যক ইহুদী কথাগুলোকে সে গুলির স্থান থেকে পরিবর্তিত করে এবং বলে, ' আমরা শুনেছি ও অমান্য করেছি এবং শুনুন আপনাকে না শোনানো হোক, এবং রা-ইনা বলে জিহ্বা সমূহ ঘুরিয়ে এবং দ্বীনের প্রতি বিদ্রুপ করার জন্য, এবং যদি তারা বলতো;আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি এবং হুযুর আমাদের কথা শুনুন; আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন। তবে তারা জন্য মঙ্গল ও সরলতার বৃদ্ধি হতো; কিন্তু তাদের উপর তো আল্লাহ লানাত করেছেন তাদের কুফরীর কারণে। সুতরাং দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে না কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক।

কিছু সংখ্যক ইহুদী যখন নবী পাকের দরবারে হাজির হত এবং হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলয়েহে ওয়া সাল্লামের প্রতি কিছু আরয করত, তখন এরূপ বলত- শোনান, আপনি শোনান, যাবেন না। যা প্রকাশ্যে দুয়া হত, অর্থাৎ হুযুরকেও কটু কথা শোনাবে না,এবং অন্তরে বদ দোয়ার ফন্দি করত যে, শুনতে পাচ্ছিনা, যখন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে সাল্লাম কিছু ইরশাদ করতেন এবং তারা বোঝার জন্য সময় চাইত, তখন রা-ইনা বলত। যারা একদিকে যেমন প্রকাশ্য মানে এই হতো, আমাদের হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ দেন। এবং অপ্রকাশ্যে বেয়াদবীর অর্থে ব্যবহার করতো; আবার কেও কেও মুখ বেঁকিয়ে রা- ইনা বলত, যার অর্থ আমাদের চারক।

যদি অপ্রকাশ্য কথা দ্বীনের ক্ষেত্রে বিদ্রুপ হয়, তাহলে প্রকাশ্যে পরিস্কার কথা দ্বীনের ক্ষেত্রে কতই না কঠিন বিদ্রুপ হবে; সুতরাং বিবেচনা করো, সেই সকল কথার প্রকাশ্য ভঙ্গীমা যদিও স্পষ্ট নয়। 'কানা হওয়া, চারক বা ছাগল চারক প্রভৃতি শব্দের পরিপেক্ষিতে ঐ সকল শব্দের কেমন সম্পর্ক 'শয়তান হতে কম জ্ঞান, চতুস্পদ ও পাগলের ন্যায় জ্ঞান এবং মহান আল্লাহ সম্পর্কে ব্যবহৃত ' মিথ্যুক, মিথ্যা বলে, যে তাঁকে মিথ্যুক বলবে সে মুসলমান, পরহেজগার ও সুন্নী।

(আল্লার নিকট ক্ষমাভিক্ষা চাই)

আল্লাহর গুন (সেফাত) কে সৃষ্ট (মাখলুক) ব্যক্তকারীর প্রতি হুকুমঃ-

দ্বিতীয়ত ঃ ওই সকল কু-মন্তব্যকে ইমামে আযাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মাযহাব ব্যক্ত করার অর্থ ইমামে আযামের উপর কলঙ্ক লেপন করা। ইমাম আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় পুস্তক ' ফেকহুল আকবর' এর মধ্যেও লিখেছেন ঃ-

আল্লাহ তায়ালার সেফাত ক্বাদিম (অ-বিনশ্বর)। না সৃষ্টি হয়েছে,
না কেও সৃষ্টি করেছে, আর যারা এ সকলকে সৃষ্টি (মাখলুক) এবং নশ্বর বলবে, কিংবা এ প্রসঙ্গে নীরব থাকবে বা সন্দেহ করবে, সে কাফের এবং খোদাকে অস্বীকারকারী।

(শারহ ফিকহুল আকবর, ২৭ পৃঃ)

আল্লাহর কালাম কে সৃষ্টি ব্যক্তকারী কাফের যদিও সে আহলে ক্বেবলা হয় ঃ-

স্বীয় ইমাম হুমাম রাদিয়াল্লাহু আনহু ‘ কেতাবুল ওসায়া’ র মধ্যে বলেছেন - ‘‘যে ব্যক্তি কালামুল্লাহ কে মাখলুক (সৃষ্টি) বলে, সে মহান আল্লাহর সাথে কুফরী করল”। শারহে ফিকহুল আকবারে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম ফখরুল ইসলাম যা ব্যক্ত করেছেন ইমাম আবু ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকে সহীহ বলেছেন, তা হল আমি ইমাম আযমের সহিত খাল্‌কে কোরানের ব্যপারে আলোচনা করি, আমার ও ইমাম আযমের মত একই হয়, যে কোরানে মজীদ কে মাখলুক (সৃষ্ট) বলবে সে কাফের, আর যাকে ইমাম মোহাম্মাদ সহীহ বলে সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ আমাদের আয়েম্মায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম ইজমা ও ইত্তেকাফ (মিল) দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন, ‘‘ যে কোরান আযীম কে মাখলুক ব্যক্ত করে সে কাফের ” এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় মোতাজিলা, কারামিয়া, রওয়াফেজ প্রভৃতি সম্প্রদায় কোরান কে মাখলুক ব্যক্ত করার কারণে কাফের, যদিও এ সকলরা ক্বেবলার দিক মুখ করে নামায পড়ে।

রসুলের প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শন কারীরা কাফের যদিও তারা আহলে

ক্বেবলা হয় ঃ-

হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় পুস্তক ‘ আল- খোরাম’ এর মধ্যে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য করেছেন, ‘ যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলই হে ওয়া সাল্লাম কে গালী দিল, হুযুরের প্রতি মিথ্যা অপবাদ বা কোন প্রকার ভূল ধারনা করল অথবা কোন কারণে হুযুরের শান কে কম করল, সে প্রকৃতই কাফের ও খোদা বিরোধী;
এবং এজন্য তার স্ত্রী বিবাহ হতে বের হয়ে যাবে।

এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা গেল, ‘ হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লাম- এর শানে বেয়াদবী প্রদর্শন করলে মুসলমান ও কাফের হয়ে যায়। তার স্ত্রী বিবাহ হতে বের হয়ে যায়, যদি ও সে আহলে ক্বেবলা বা ক্বেবলার দিকে মুখ করে নামায আদায় করে এবং কলমা পাঠ করে; এর দ্বারা প্রামাণিত রসুলের প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শন কারীর ক্বেবলা ও কলমা কিছুই মকবুল হয় না। (আল্লার কাছে প্রাণভিক্ষা চাই)

আহলে ক্বেবলার প্রকৃত অর্থ ঃ-

তৃতীয়তঃ - সমাধান কারী ওলামা সম্প্রদায়ের মতে, তাহলে ক্বেবলা বলতে ওই ব্যক্তিকে বোঝায় যে দ্বীনের প্রতিটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঈমান রাখে; এর মধ্যে থেকে যদি কোন একটি ক্ষেত্রের অমান্য করে তাহলে অবশ্যই সে কাফের ও মুরতাদ হবে, এমনকি যে তাকে কাফের বলা হতে বিরত থাকবে সেও কাফের হবে।

হুযুরের শানে বেয়াদব রা ইসলাম বহির্ভূত ঃ-

শেফা শরীফ, বেযাযীয়া, দুরার ও গুরার এবং ফতোয়া খায়রীয়ার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, ‘‘ সকল মুসলমানদের এটা ইজমা, যে ব্যক্তি হুযুরের পবিত্র শানে বেয়াদবী করে সে কাফের , আর

যে তার কাফের ও আযাব প্রাপ্ত হবার ব্যপারে সন্দেহ করবে সেও কাফের।

(দুরের মুখতার ৩য় খন্ড ৩১৭ পৃঃ)

মাজমাউল আনহার ও দূররে মুখতারে এসেছে ঃ-

নবীর শানে বেয়াদবী করার কারণে যদি কেহ কাফের হয়, তাহলে তার তাওবা কোনরূপেই কবুল হবে না, আর যে তার কাফের হবার ব্যপারে বা আযাবের ব্যপারে সন্দেহ করবে, সেও কাফের হবে।

(রাদ্দুল মুহতার ৩য় খন্ড ৩১৭ পৃঃ)

আলহামদুলিল্লাহ! উক্ত মাসয়ালায় কটু মন্তব্যকারীদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখিত রয়েছে; এদের কাফের হওয়ার ব্যপারে সন্দেহকারীরাও যে কাফের তাও বর্ণিত হয়েছে।

দ্বীনের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অস্বীকার কারীরা কাফের ঃ-

শারহে ফিকহুল আকবারে বর্ণিত

মোয়াফিকের মধ্যে রয়েছে, আহলে ক্বেবলাদের কাফের বলা যাবে না, কিন্তু যখন দ্বীনের প্রয়োজনীয় বা ইজমাকৃত কথার মধ্যে কোন কিছু অস্বীকার করবে, যেমন হারামকে হালাল জানবে। আর এটা প্রকাশ্য যে, আমাদের ওলামা মন্তব্য করেছেন ঃ- কোন গোনাহাগার আহলে ক্বেবলাদের জন্য কুফরী ফতোয়া নয়, এর দ্বারা শুধু ক্বেবলার দিকে মুখ ফেরানো ও ধারনা নয় যেমন ভাবে রাফেযী সম্প্রদায়রা গালী দেয়, জীব্রাইল আলায়হে সালাম এর ও ওহীর ব্যপারে ধোঁকা হয়েছিল, আল্লাহ তায়ালা তাকে মাওলা আলী (কারামুল্লাহ ওজহুর) নিকট প্রেরণ করেন। কিছু সংখ্যক আবার মাওলা আলীকে খোদা জ্ঞাত করে, এই প্রকার লোকেরা যদিও ক্বেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়ে তবুও মুসলমান হবে না। আর উক্ত হাদিসের ব্যাখা হল এরূপ, যার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, যে

আমাদের ন্যায় নামায পড়বে,আমাদের ক্বেবলার দিকে মুখ করবে এবং আমাদের যাবেহকৃত পশুর গোস্ত ভক্ষণ করবে সে মুসলমান।

(শরহে ফিকহুল আকবর -১৯৯ পৃঃ)

অর্থাৎ যখন দ্বীনের সকল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঈমান রাখবে এবং ঈমানের সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য করবে না সেই মুসলমান। উক্ত কেতাব আরও বর্ণিত হয়েছে,

আহলে ক্বেবলার দ্বারা ঐ সকল লোকেদের বোঝায়, যারা দ্বীনের প্রয়োজনীয় সকল অংশের সঙ্গে একমত, উদাহরণ স্বরূপ পৃথিবীর ধ্বংস হওয়ার ক্ষেত্রে, স্ব-শরীরে হাশর হওয়া, আল্লাহ পাকের জ্ঞান সকল পূর্ণ ও আংশিক ক্ষেত্রে এছাড়াও আরও প্রয়োজনীয় মাসয়ালা সমূহের ক্ষেত্রে, এর দ্বারা এটা পরিষ্কার, যে সারা জীবন আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকার সাথে সাথে এরূপ বিশ্বাস করে পৃথিবী অবিনশ্বর, হাশর হবে না, বা আল্লাহ আংশিক ক্ষেত্রে জ্ঞান রাখেন না প্রভৃতি, সে আহলে ক্বেবলার মধ্যে নয়।

আহলে সুন্নাত জামায়াতের পরিভাষায়, আহলে ক্বেবলার মধ্যে কাউকে কাফের না বলার অর্থ হল। ‘ তাকে ততক্ষন পর্যন্ত কাফের বলব না, যতক্ষন পর্যন্ত না তার মধ্যে কুফরীর কোন আলামত বা চিহ্ন পাওয়া না যায় এবং কোন প্রকার কুফরী বাক্য তার নিকট হতে নির্গত না হয়।

(শারহে ফিকহ আকবর ১৮৯ পৃঃ)

সম্মাণিত ইমাম আব্দুল আযীয বিণ মোহাম্মাদ বোখারী রহমাতুল্লাহ আলায়হে ‘ শারহ ওসুল হুসামীর’ ব্যাখ্যায় মন্তব্য করেছেন-

বদ মাযহাব যদি নিজের মাযহাবের ক্ষেত্রে ঐ রূপস্থানে পৌঁছায় যার জন্য তাকে কাফের বলা ওয়াজিব হবে সেক্ষেত্রে তার

গ্রহণীয় তা ও অগ্রাহ্যতার কোন গুরুত্ব দেওয়া হবে না। পাপ হতে মাসুম হওয়ার প্রমান কিছু উম্মতির জন্য এসেছে। কিন্তু সে বদমাযহাব তো উম্মতের মধ্যেই নয়, যদিও সে ক্বেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়ে, এবং নিজেকে মুসলমান ধারনা করে, আর এজন্য যে, ক্বেবলার দিকে মুখ করে নামাজ পাঠকারীর নাম উম্মত নয় বরং মুসলমানের নাম হল উম্মাত। আর ঐ (বদমাযহাব) ব্যক্তি হল কাফের যদিও সে নিজেকে কাফের না ভাবে।

ইসলামের জরুরী বিষয়ের মধ্যে যে কোন বিষয় খেলাফ করলে সে কাফের যা ইজমা দ্বারা সাবস্ত্য যদিও সে আহলে ক্বেবলা হয়। এবং সারাজীবন ইবাদতে মগ্ন থাকে, যেমন ভাবে ইমাম ইবনে হুমাম নিজ ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও আক্বায়েদ, ফিকহ, উসুলে ফিকহ প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহেও এর বিষদ ব্যাখা রয়েছে।

গুস্তাখে রসুল ও মূর্তী পূজারীদের মধ্যে পার্থক্য ঃ-

চতুর্থ ঃ (স্বয়ং প্রচলিত মাসয়ালা) ঃ- যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ল আর এক ওয়াক্ত মহাদেব কে সেজদা করল, সে কোন বিবেকের দ্বারা মুসলমান হবে ? আর আল্লাহকে মিথ্যুক ভাবা ও হুযুরের শানে বেয়াদবী করা মহাদেব কে সেজদা করার চেয়েও অতি নিকৃষ্ট, যদিও কাফের হওয়ার ক্ষেত্রে বরাবর, কারণ কিছু কুফরী অন্য কুফরী চেয়ে নিকৃষ্ট হয়।

এর বিষদ ব্যাখ্যা হল, মুর্তীকে সেজদা করা হল আল্লাহকে মিথ্যা বলার চিহ্ন বা পরিচয়, আর যেটা মিথ্যার আলামত বা পরিচয় তা প্রকৃত মিথ্যার আইনের সমতুল্য নয়। সেজদার মধ্যেও এটা হতে পারে যে, শুধু সম্মানের উদ্দেশ্য ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়, শুধুমাত্র সম্মানের প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কুফরী হবে না; আর এজন্য যে, কোন ওলী বা আলীম কে সম্মানের জন্য সেজদা করলে গুনাগার হবে,

কাফের হবে না; এখানে মূর্তীর উদাহরণ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাকারী কাফেরের হুকুম, কাফেরের আলামতের জন্য বলেছেন।

শারহে মাওফিকর মধ্যে এসেছে, 'কোন মানুষের মুর্তীকে সেজদা করার দ্বারা প্রকাশ্যে এটা প্রমাণিত হবে সে মোমিন নয়, আর আমরা প্রকাশ্য দেখে হুকুম লাঘব করব, সেজন্য আমরা উক্ত ব্যক্তির বেইমানের হুকুম দেব, এজন্য নয় যে, গায়রুল্লাহ কে সেজদা না করা ঈমানের হাক্কিকতের মধ্যে দাখিল রয়েছে, এখন কি যদি এটা জানা যায যে, শুধু সম্মান করছে, মাবুদ ভেবে সেজদা করছে না, বরং সেজদা করার সময় তার অন্তর ও ঈমান সত্যের উপর ছিল তাহলে আল্লাহর নিকটে সে কাফের নয়, কিন্তু বাহ্যিক দেখে তার উপর কাফেরের হুকুম লাঘব হবে।

হুযুরের শানে কটু মন্তব্য কারীর তাওবা কবুল হবে না ঃ-

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের শানে কটু মন্তব্যকারীর উপর ফতোয়া- সে নিজে কাফের, তার মধ্যে ইসলামের কোন সম্ভবনা নেই। আর আমি এখানে উক্ত পার্থক্যকে কোন বুনিয়াদ মনে করি না, মুর্তীকে সেজদাকারীর তাওবা কবুল হবে না যা উম্মতের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত কিন্তু অধিকাংশ ওলামার নিকট, হুযুরের শানে বেয়াদবি প্রদর্শন কারীদের তাওবা কবুল হবে না। এ সকলদের মধ্যে হানাফী ওলামারা হলেনঃ- ১- ইমাম বাজাজী, ২- প্রশিদ্ধ মোহাক্কিক ইবনে হুমাম, ৩- আল্লামা মাওলানা খাসরু সাহেব, ৪- আল্লামা, যইন ইবনে বাহিম- লেখক 'বাহরুর রায়েক ও ইশাবায়ে ওয়ান নাযায়ের', ৫- আল্লামা ওমর বিন বাহিম লেখক 'নহরুল ফায়েক' ৬- আল্লামা আবু আব্দুল্লা মোহোম্মাদ বিন আব্দুল্লা গাজী- লেখক 'তানবিরুল আবসার' ৭- আল্লামা খয়রুদ্দিন রমলী- লেখক ' ফতোয়া খয়রীয়া' ৮- আল্লামা শায়খী যাদা - লেখক 'মাজমায়ুল আনহার' ৯- আল্লামা

মোদাক্কিক মেহোম্মাদ বিন আলী হসকাফী- লেখক দুররে মুখতার - রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন এই মাসয়ালার ব্যাখ্য ফতোয়া রেজবীয়ার 'ষষ্ঠ খন্ড' তে বর্ণিত হয়েছে।

এ জন্য যে, তাওবা কবুল না হওয়া শুধু ইসলামের বিচারক দের নিকট প্রযোজ্য, যে উক্ত মামলায় তাওবা করার পরও মওতের সাজা দিতে পারে, আর যদি অন্তর থেকে প্রকৃতই তাওবা করে, তাহলে তা আল্লাহর নিকট মকবুল হবে - এই উক্তির দ্বারা কটুক্তি কারীরা যেন দলীল বানিযে না নেয় যে, অবশেযে যখন তাওবা কবুলই হবে না, তাহলে তাওবা করব কেন ? না, না তাওবার দ্বারা কুফরী মিটে যাবে, মুসলমান হয়ে যাবে, অনন্তকাল জাহান্নামে থাকা হতে মুক্তি পাবে, এবং যার উপর ইজমা রয়েছে। (আল্লাহ সঠিক জানেন)

(দুররে মুখতার প্রভৃতি থেকে সংকলতি)

নিরানব্বই টি কুফরী আর একটি ইসলামের কথা হলে ঃ-

ওই বেদ্বীন ফিরকার তিন নম্বর ধোঁকা হল, যার মধ্যে নিরানব্বইটি কুফরীর হয়, একটি দিক শুধু ইসলামের হয়, সেক্ষেত্রে তাকে কাফের বলা যাবে না,

প্রথমতঃ এই নিকৃষ্ট ধোঁকাটি হল সবচেয়ে নগন্য, যার অর্থ হল, যে ব্যক্তি দিনের বেলায় একবার আযান দেয়, কিংবা দুই বার নামায পড়ে এবং নিরানব্বই বার মুর্তী পূজা করে, শঙ্খ বাজায়, ঘন্টা বাজায় সে মুসলমান! কারণ তার মধ্যে নিরানব্বইটি কুফরীর আলামত থাকলেও একটি তো মুসলমানের আলামত রয়েছে যা মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট"। এক্ষেত্রে কোন মোমিন তো দুরের কথা সাধারণ বিবেক সম্পন্ন লোকও তাকে মুসলমান বলবে না।

দ্বিতীয়ত ঃ এর অভিযোগের পরিপেক্ষিতে খোদার অস্বীকার করা ছাড়া কাফের, মুশরিফ, পূজারক, হিন্দু, নাসারা ও ইহুদী প্রমুখরাও

মুসলমান সাবস্ত্য হবে, কারণ অন্য কোন ক্ষেত্রে এরা অস্বীকারকারী সত্য, কিন্তু খোদার অস্তিত্বকে তো স্বীকার করে, আর যা হল মুসলমান হওয়ার জন্য প্রধান একটি, কাফের দার্শনিক ও আর্য প্রমূখরা ওই মূল বিষয়টি মান্য করে। আর ইহুদী, নাসারা গোষ্ঠী বড় মাপের মুসলমান সাবস্ত্য হবে। কারন এরা তাওহীদ বিশ্বাসের সাথে সাথে আল্লাহের অধিকাংশ কালাম, বহু আম্বিয়া, ক্বেয়ামত, হাশর, নেকী, আযাব, জাহান্নাম প্রভৃতি অধিকাংশ ইসলামী কথার উপর ঈমান আনে।

তৃতীয়ত ঃ কোরানের বর্ণিত পূর্বের আয়াত সমূহ এই অভিযোগ অগ্রাহ্য করার জন্য যথেষ্ট, যার দ্বারা কলমা পাঠকারী, নামায আদায়কারীদের শুধুমাত্র একটি কথার পরিপেক্ষিতে কাফের সাবস্ত্য হয়েছে।

সুরা তাওবার ১৬ নং আয়াতে ঘোষিত হয়েছে " মুসলমান হবার পরও ঐ কথার পরিপেক্ষিতে কাফের হয়ে গেছে "

ঐ সুরারই ২২ নং আয়াতে ঘোষিত হয়েছে, "বাহানা বানও না তোমারা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছো"

যদিও এই নিকৃষ্ট ধোঁকার পরিপেক্ষিতে যতক্ষণ পর্যন্ত না কুফরী বার্তা ৯৯ এর অধিক না হয়, ততক্ষণ কাফের বলা সঠিক ছিল না। হ্যাঁ, হয়তো এর উত্তরে এরূপ বলবে, " এটা খোদার ভুল কিংবা হঠকারীতা ছিল, এজন্য যে তিনি ইসলামের গন্ডীকে সংকীর্ণ করেছেন বরং আহলে ক্বেবলাদের ধোঁকা দিতে দিতে শুধুমাত্র একটি শব্দের পরিপেক্ষিতে ইসলামের থেকে বের করেছেন। পূনরায় জবরদস্তি ভাবে ঘোষনা করেছেন, " লা তা তাযেরু"

ওজর ও করতে দেননি, না ওজর শুনেছেন - আফশোষ এটাই, খোদা তায়ালা নীচরী পীর,নাদবীয়া বক্তা কিংবা তাঁরমতই খেয়াল সম্পন্ন কারও কাছ থেকে এ ব্যাপারে যুক্তি নেননি।

(শুধু অত্যাচারীদের উপর আল্লার লানাত বর্ষিত হোক)

চতুর্থতঃ এই ধোকার উত্তর ঃ-

ইসলামের কোন একটি বিষয় অস্বীকার করলে কাফের হবে ঃ-

তোমাদের রব (আজ্জা ও যাল্লা) ঘোষনা করছেন ঃ-

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآَخِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ

(সুরা বাক্কারা ৮৫- ৮৬ আাত)

তবে কি খোদার কিছু সংখ্যক নির্দেশের উপর ঈমান আনছো এবং কিছু সংখ্যক নির্দেশের অস্বীকার করছো ? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এরূপ করে তার প্রতিফল কী ? দুনিয়াতে অপমানিত হবে এবং ক্বিয়ামতে কঠিন তম শাস্তির দিকে ধাবিত করা হবে। এবং আল্লাহ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে জ্ঞাত, এরাই হচ্ছে ঐ সব লোক, যার পরকালের পরিবর্তে পার্থীব জীবনকে ক্রয় করেছে। সুতরাং তাদের উপর থেকে না শাস্তি হ্রাস করা হবে, না তাদের সাহায্য করা হবে।

কোরান মাজিদের মতানুসারে আবশ্যিক ভেবে যদি হাজার কথা হয়, তার প্রত্যেকটি মানা যদি ইসলামের আক্বিদা হয়, এখন যদি কেহ ৯৯৯ টি মানে এবং মাত্র ১ টিকে যদি অস্বীকার করে, তাহলে কোরান শরীফ ঘোষনা করছে যে ৯৯৯ টি মানলে মুসলমান হবে না, বরং ঐ ১ টি যদি না মানা হয় তাহলে কাফির হবে। দুনিয়াতে লাঞ্ছিত হবে, এবং আখেরাতেও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে ; আর যেটা অনন্ত কাল ধরে চলতে থাকবে, এমন কি এক মুহূর্তের জন্যও হালকা করা হবেনা। আবার এমন ও নয় যে, ৯৯৯ টি

অস্বীকার করে ১ টি মেনে নিলে মুসলমান হবে, এটা মুসলমানদের আক্বীদা ও নয়, বরং কোরানের স্বাক্ষ্য অনুযায়ী, সে প্রকাশ্য কাফের,

পঞ্চমত ঃ সঠিক কথা হল এটাই যে, ওই সকল ফোকাহায়ে কেরাম গনের উপর তারা মিথ্যা ষড়যন্ত্রের কদম উঠিয়েছে, ফকীহ গণ কক্ষনই ঐরূপ মন্তব্য করেনি, বরং তাঁরা ইহুদীদের বদ অভ্যাস ‘‘ বাক্যকে তার স্থান হতে তারা পরিবর্তন করে’ ইহুদীর বাক্যকে তারা নির্দিষ্ট স্থান হতে পরিবর্তন করে, বিকৃতি ঘটিয়ে কিছু না কিছু বানিয়ে নেয়। ফোকাহগণ এরূপ বলেননি, যে ব্যক্তি ৯৯ টি কুফরী বার্তা বলল, এবং ১ টি ইসলামের কথা বলল সে মুসলমান, (হাশা- আল্লাহ) বরং সকল উম্মতের ইজামা হল, যার মধ্যে ৯৯ টি কথা হল ইসলামের আর শুধুমাত্র ১ টি যদি কুফরী হয়, তাহলে প্রকৃতই সে কাফের। ৯৯ ফোঁটা গোলাব জলে যদি ১ ফোঁটা পেচ্ছাব পড়ে, তাহলে সবই পেচ্ছাব হয়ে যাবে।

কিন্তু এই মুর্খরা বলে, ৯৯ ফোঁটা পেচ্ছাবের মধ্যে ১ ফোঁটা গোলাবের জল দেওয়া হয়, তাহলে সমগ্র পানি পবিত্র হয়ে যাবে। ফকীহ তো ফকীহ কোন নিম্ন পর্যায়ের বিবেক বান এরূপ উক্তি মানবে না।

কোন শব্দের একশতটি দিক হলে তার হুকুম ঃ-

বরং ফকীহগণ মন্তব্য করেছেন, কোন মুসলমান হতে যদি এমন কোন শব্দ উচ্চারিত হয়, যার একশতটি দিক থাকে যার মধ্যে ৯৯ টি দিক কুফরীর দিকে যায় এবং একটি ইসলামের দিকে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রমানিত না হবে যে, সে কোন একটি বিশেষ কুফরীর দিক ধারণা করেছে ততক্ষণ আমরা তাকে কাফের বলব না। শেষ একটা দিকতো ইসলামের রয়েছে, কে জানে যে, সে ঐ দিকটিই হয়তো ধারনা করেছে, আর সাথে সাথে এটাও বলা হয়েছে যদি ঘটনাক্রমে

তার ধারনা কোন কুফরীর হয়, তাহলে আমাদের ব্যখ্যায় তার গ্রহণযোগ্য হবে না, সে আল্লাহের নিকট কাফের, এর উদাহরণ হল যেমন যায়েদ বলল আমরের মধ্যে প্রকৃতই 'চুড়ান্ত গায়েবের খবর' রয়েছে....... এই বাক্যের বহু দিক রয়েছে -

১. - আমর নিজ হতেই গয়েবের খবর দেয়, , এই ধারনা প্রকাশ্য কুফরী ও শীরক্।

قل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ

(সুরা নমল- ৬৫ নং আয়াত - ২০পারা)

আপনি বলুন, ' অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান রাখে না, যারা আসমান ও যমীনের মধ্যে রয়েছে কিন্তু একমাত্র আল্লাহ।

২- আমর স্বয়ং নিজে গায়েব জানে না, কিন্তু জ্বীনরা জানে, তাদের প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা প্রকৃতই গায়েবের জ্ঞান আমরের হাসিল হয়ে যায়, এই প্রকার দিকটিও কুফরীর।

تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ

(সুরা সাবা - ১৪ নং আয়াত)

জীনদের বাস্তব অবস্থা প্রকাশ পেয়ে গেলো- যদি তারা অদৃশ্য বিষয়ে অবগত থাকতো, তা' হলে এ লাঞ্ছনা দায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না।

৩- আমর হল জ্যোতিষী।

৪- নৃতত্ত্ববিদ।

৫- হস্ত রূপরেখা বিশেষজ্ঞ।

৬- কাক প্রভৃতি আওয়াজ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে।

৭- জন্তু সমূহ শরীরের উপর পতিত হওয়া সম্পর্কে জ্ঞান রাখে।

৮- কোন পক্ষী হিংস্র পশু পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাওয়া।

৯- চোখ বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ফড়কানো সম্পর্কিত জ্ঞানী।

১০- পাশা খেলায় পারদর্শী।

১১- ফাল দেখতে জানা।

১২- কোন ব্যক্তি বিশেষ কে কেন্দ্র করে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ

১৩- মিসমারিজম জানে।

১৪- যাদু টেবল ব্যবহার করে।

১৫- রুহ তাখতীর দ্বারা হাল সম্পর্কে সচেতন হয়।

১৬- বাহ্যিক গঠন দেখে অনুধাবন করে ।

১৭- ম্যাজিক নম্বর সম্পর্কিত জ্ঞান রয়েছে।

এ সকল দ্বারা তার মধ্যে ইলমে কাতই প্রকৃত পক্ষে সাবস্ত্য করা হয়- আর এ সকল হল কুফরী, (অর্থাৎ যখন এই সকলের দ্বারা গায়েবের ইলমে কাতই ব্যক্ত করা হয় যেমন বাবে নফসে কালামের মধ্যে বর্ণিত)

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লাম ঘোষনা করছেন, ''কোন ব্যক্তি জ্যোতিষীর নিকট এসে যখন তারা কথার উপর সায় দেয় এবং সত্য ঘোষনা করে, তাহলে সে হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায়ে ওয়া সাল্লামের উপর নাযিলকৃত আহকামের উপর কুফরী করল "-

(মুসনাদে আহমদ ৩য় খন্ড ১৬৪ পৃঃ তীরমিয়ী । ১/৩৫)

১৮- আমরের উপর রিসালাতের ওহী আসে, যার দ্বারা রসুলদের ন্যায় সে গায়েবের প্রকৃত খবর সম্পর্কে অবগত হয়। এই উক্তিটি হল খুবই জঘন্যতম কুফরী।

وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

(সুরা আহযাব, ৪০ নং আয়াত ২২ পারা)

হ্যাঁ,আল্লাহর রসুল ও সর্বশেষ নবী এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়

সম্পর্কে জ্ঞাত।

১৯- ওহী আসে না- কিন্তু ইলহামের দ্বারা সকল গায়েবের খবর তার জন্য প্রকাশ হয়, তার জ্ঞান আল্লাহর সমস্ত জ্ঞানকে পরিবেষ্টন করে। এটা এমনই কুফরী যে, সে আমর কে হুযুরের চেয়েও অধিক জ্ঞানী মনে করল, এমন কি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে সাল্লামের জ্ঞানও আল্লাহর সমস্ত জ্ঞান কে পরিবেষ্টন করতে পারে না।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ

(সুরা যুমার -৯ নং আয়াত পারা)

আপনি বলুন, জ্ঞানী ও অজ্ঞ লোকেরা কী একই সমকক্ষ ? নাসিমুর রিয়ায গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, যে এরূপ মন্তব্য করে যে, অমুক হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক জ্ঞানী, তাহলে সে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে সাল্লামের শানে বেয়াদব সমতুল্য।

২০- সকল প্রকার তো নয়, কিন্তু যে ইলমে গায়েব সম্পর্কে সে অবহিত হয়, তা প্রকাশ্য ও গোপনে কোনভাবেই কোন রসুল, মানব ও জ্বীন অবহিত হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা কোন রসুল ব্যতিরেখেই তাকে গায়েবের খবর দিয়েছেন। এ প্রকার আক্বীদাও কুফরী।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاء

(সুরা আলে ইমরান, ১৭৯ নং আয়াত - ৪ পারা)

এবং আল্লাহর শান এই নয় যে, হে সাধারণ ! তোমাদের কে অদৃশ্যের জ্ঞান দেবেন, তবে আল্লাহ নির্বাচন করে নেন তাঁর রসুলদের মধ্য থেকে যাকে পছন্দ করেন।

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا

إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ

(সুরা জ্বীন- ২৬নং আয়াত - ২৯ পারা)

অদৃশ্যের জ্ঞাতা, সুতরাং আপন অদৃশ্যের উপর কাওকে ক্ষমতা বান করেন না, আপন মনোনিত রসুলগণ ব্যতিরেখে।

২১- আল্লাক পাক (আজ্জা ও যাল্লা) হযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের ওসীলায় আমর কে দৃষ্টি, শ্রবন ও ইলহামের কিছু জ্ঞান প্রদান করেছেন, আর এটাই হল ইসলামের সঠিক ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

মোহাক্কীক ও ফকীহগণ এরূপ মন্তব্য কারীদের কাফের বলবেন না যদিও তার একুশটি দিক রয়েছে, যার ২০টি কুফরীর আক্বিদা সম্পন্ন আর একটি মাত্র ইসলামিক আক্বিদা। সাবধানতা অবলম্বন ও সুন্দর ধারনার দ্বারা তার কথায় ওইরূপ ধারনাই করব, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রমানিত হয় যে, কোন একটি কুফরী ধারনাকে করা হয়েছে, অথচ খোদা তায়ালার শানে মিথ্যুক ধারনাকারী বা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের শান কে ছোট ধারনা কারীদের কাফের বলা হচ্ছে না -এ ক্ষেত্রে তাকে কাফের না বলা বা কাফেরকে মুসলমান ধারনা করা হচ্ছে, এরূপ যে ধারনা করবে সে নিজেই কাফের হবে।

এমনই শেফা, বাযাযিয়া, দুরার ও বাহার নহর, ফতোয়া খায়রীয়া, মাজমাউল আনহার, দুররে মুখতার প্রভৃতি গ্রহনযোগ্য পুস্তক হতে সাব্যস্ত হল, যে হুযুরের শান কম করবে সে কাফের; কিন্তু ইহুদী মনোভাবাপন্ন লোকেরা ফকীহগনের উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে এবং তাদের কথাকে পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটিয়েছে।

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

(সুরা শোয়ারা ২২৭ নং আয়াত ১৯ পারা)

এখন জানতে চায়ছে যালীম সম্প্রদায় কতই না পাল্টা খাবে।

যে সকল বাক্যের একশটি দিক থাকে, সে ক্ষেত্রে মুফতীদের আমল ঃ-

শারহ ফিকহুল আকবরের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, ওলামায়ে কেরাম কুফরী সম্পর্কিত মাসয়ালার জন্য বলেছেন, যখন কোন একটি বাক্যের মধ্যে ৯৯ টি কুফরীর সম্ভবনা থাকে আর একটি মাত্র কুফরীর বিপরীত হয়, সেক্ষেত্রে মুফতী ও কাজীর জন্য উত্তম হল, যে দিকটির কুফরীর সম্ভবনা নেই, তার উপর আমল করা।

(শারহে ফিকহুল আকবর ১৯৯ পৃঃ)

ফতোয়া খোলাসা, জামিয় ফসুলাইন মুহিত, ফতোয়া আলমগিরী প্রভৃতিতে বর্ণিত হয়েছে।

যখন কোন মাসয়ালার কিছু দিক কুফরীর হয়, আর একটি মাত্র তার বিপরীত হয়, তাহলে মুফতী ও কাজীর জন্য জরুরী হল ওই একটি দিকের উপর (যার মধ্যে কুফরীর সম্ভবনা নেই) লক্ষ্য করা, আর মুসলমানের প্রতি ভাল ধারনা রেখে ব্যক্তকারীর উপর কুফরীর ফতোয়া না দেওয়া, যদি ব্যক্তকারীর নিয়াত ওই দিকটির উপর হয়, কিংবা যদি তার নিয়াত ওই মতের বিপরীত হয়, তাহলে মুফতীদের তার কুফরী মতের বিপরীত ধারনা করার কোন যুক্তি গ্রাহ্য হবে না।

(রাদ্দুল মুহতার আলা দুররে মুখতার ৩য় খন্ড ৩১২ পৃঃ বাহরুর রায়েক ৫ম খন্ড ১২৫ পৃঃ)

কুফরীর সম্ভবনা থাকার ক্ষেত্রে মুফতীরা যেন কুফরীর ফতোয়া দেওয়া হতে বিরত থাকে ঃ-

তাতার খানিয়া ওয়া বাহার , ওয়াসাল হেসাম এবং তাম্বীহুল ওলাত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ঃ

শুধু কুফরীর সম্ভবনা থাকলে, কুফরের হুকুম দেওয়া যাবে না। এজন্য যে, কুফর হল সর্বশেষ শাস্তি যা সর্বশেষ কসুর কে চায়, আর সম্ভবনার দ্বারা সর্বশেষ হতে পারে না। (রদ্দুল মুহতার আলা দুররে মুখতার ৩/৩১২ ,বাহরুর রায়েক ৫/১২৫)

আরও বর্ণিত হয়েছে

আর উক্ত যেটা লিপিবদ্ধ হয়েছে, “ কোন মুসলমানের উক্তি কে যদি ভাল সম্ভবনার দিকে ধারনা করা সম্ভব হয়, তাহলে তার উপর কুফরী ফতোয়া দেওয়া যাবে না। (অনুবাদ)

দেখ, একটি শব্দের কিছু সম্ভবনার দিকে ব্যাখ্য হয়েছে একটি ব্যক্তির কয়েকটি উক্তি নয়, কিন্তু ইহুদীরা এই কথার বিকৃতি ঘটিয়েছে।’

কুফরীর সম্ভবনা কুফর নয় ঃ-

উক্ত আলোচনার দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, কিছু ফতোয়া যেমন ক্বাজীখাঁ প্রভৃতির মধ্যে ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহ ও রসুলের স্বাক্ষ্য দ্বারা বিবাহ করে, এবং বলে, ‘ মাশায়েখদের রুহ সমূহ হাজির রয়েছে বা ফেরশতারা গায়েব জানে এবং আমি ও গায়েব জানি এরূপ কুফরীর হুকুম দেয়, এর দ্বারা ওই রূপ কুফরীকে ধরে নেওয়া হয়, যেরূপ ইলমে জাতীর (নিজস্ব জ্ঞান) বিরুদ্ধচারক প্রভৃতিদের ধরা হয়। ওই ধরনের বক্তব্য সমূহের জন্য নয়, যার মধ্যে একটি ছেড়ে বাকী সবের মধ্যে ইসলামের সম্ভবনা হয়, এখানে চুড়ান্ত ইলমে গায়েবের ব্যাখ্যা নেই এবং ইলম দ্বারা ধারনার উপর ভিত্তি করা হয়েছে, আর ধারনার ইলম দ্বার বিভিন্ন দিকে বের হয়ে একুশের পরিবর্তে বিয়াল্লিশ সম্ভবনা এসে যাবে, আর এই অনুমান ভিত্তিক জ্ঞানের অভিযোগ কুফরী নয়।

বাহরুর রায়েক ও রাদ্দুল মুহতারে বর্ণিত হয়েছে ঃ-

তাদের মাসয়ালা থেকে এখানে এটা জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি অনুমানের ভিত্তিতে আল্লাহর হারাম কৃত বস্তুকে হালাল জানে তাহলে

সে কাফের নয়, হ্যাঁ যদি হারামকে বিশ্বাসের ভিত্তিতে হালাল জানে , তখন সে কাফের হবে, এর উদাহরণ যেমন কুরতুবী শারহে মুসলিমের মধ্যে বর্ণনা করেছেন, যদি জাতি গায়েবের অনুমান ও ধারনা করে, তাহলে তা জায়েজ। যেমন জ্যোতিষী ও ইলমে রমল (নৃতত্ত্ব) এর জ্ঞানী লোকের সাধারণত কর্মের দ্বারা ধারনা করে ভবিষ্যতে কোন বিষয়ে যেটা সম্পর্কে অনুমান করে, তাহলে ঐ অনুমান হল সত্য এবং ইলমে গায়েবের দাবী করা ঠিক নয়। আর প্রকাশ্য এটা যে অনুমান ভিত্তিক গায়েবের দাবী করা হারাম কিন্তু কুফরী নয়। যা ইলমে গায়েবের দাবী করার বিপরীত।

বাহারুর রায়েকের মধ্যে এতটা সংযোজন করা হয়েছে যে, তুমি কী দেখ নাই, ফকীহগন মহরুম মহিলার বিবাহ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, যদি কোন ব্যক্তি যার সঙ্গে তার বিবাহ হারাম, তাকে হালাল ধারনা করে তাহলে ইজমায়ী হদ (দন্ড) লাঘব হবে না, ভয় দেখাতে হবে, অর্থাৎ উপযুক্ত ক্ষেত্রে সাজা দিতে হবে যেমন ভাবে ফতোয়া জাহেরীয়ার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে -'এরূপ কেউ বলেনি যে, সে কাফের হয়ে যাবে', এইরূপ হুকুমের নযীর রয়েছে।

(অনুবাদ)

তাহলে কিভাবে সম্ভব এই ব্যাখার গুন হিসাবে একটি ইসলামর সম্ভাবনা কুফরীর খেলাফ, আর যদি বেশি ইসলামের সম্ভবনা বর্তমান থাকে সেক্ষেত্রে কুফরীর হুকুম লাগান! অবশ্যই এর দ্বারা সেই বিশেষ কুফরীর সম্ভাবনা যেমন ইলমে জাতির দাবিদার প্রভৃতি আর না হলে এই বাক্য স্বয়ং বাতিল, এবং ওলামায়ে ক্বেরামদের নিজস্ব বিশ্লেষনের বিপরীত হয়ে বাতিল ও অগ্রাহ্য হবে। এর বিষদ ব্যাখ্য জামে ফসুলাইন, রাদ্দুল মুহতার, হাশিয়া হাদি ক্বাতনু নাদিয়া, এবং সালুল হেসাম প্রভৃতি কেতাবের মধ্যে এসেছে। আরও প্রমানাদি রাসায়েলে ইলমে গায়েব, আল লু-লু

আলমাকনুন প্রভৃতিতে ও বর্ণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহর তাওফিকে এখানে শুধু হাদিক্বাতুন্নেদায়া শরীফে এরূপ বর্ণিত হয়েছে, অথচ ফতোয়ার কেতাবে যতগুলি শব্দের ক্ষেত্রে কুফরী হুকুম হয়েছে, এবং ঐ সকল ক্ষেত্রে যার দ্বারা ব্যক্ত কারীর কুফরী দিকগুলি ধরেছে, আর তা না হলে কক্ষনই কুফরী হবে না।

কোন ধরণের সম্ভবনা গ্রহণীয় ঃ-

ওই সম্ভবনার দিক গ্রহনযোগ্য যার মধ্যে ভাবনার দিক আছে। আর যেটা পরিস্কার সেক্ষেত্রে কোন ব্যখ্যা শোনা যাবে না, যেমন যায়েদ বলল খোদা দুটি, এক্ষেত্রে এরূপ ব্যখ্যা করা যে, 'খোদা' শব্দের পূর্বে 'মোজাফ' লোপ পেয়েছে এবং যা আসলে ' হুকুমেখোদা' অর্থাৎ খোদার কাজ্বা হল দুটি 'মোবারাম ও মুয়াল্লাক' যে ভাবে কোরান শরীফের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে ' কিন্তু যে এসেছে আল্লাহ তায়ালা অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম'

আমর বলল আমি হচ্ছি আল্লার রসুল-এর মধ্যে এরূপ ব্যাখ্য করা যে, এর অভিধানিক অর্থ ধরা হয়েছে, যেমন খোদা তাকে রুহ ও শরীরে মধ্যে পাঠিয়েছেন, এইরূপ ধরণের ব্যখ্যার কোন অস্তিত্ব নেই।

শেফা শরীফের মধ্যে বর্ণিত, '' প্রকাশ্য অর্থের ক্ষেত্রে ব্যখ্যা গ্রহণীয় নয়''। শারহে শেফা ক্বারীর মধ্যে 'এ ধরণের দাবী প্রকাশ্যে আগ্রাহ্য' হবে। 'নাসিমুর রেয়ায' গ্রন্থে 'এ ধরনের দাবীর লক্ষ্য করা হবে না', নিরর্থক' বলে ঘোষিত হয়েছে।

ফতোয়া খোলাসা, ফুল্দুলে আমাদ্বিয়া, জামে ফুসুলাইন, ফতোয়া হিন্দিয়ার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে,

যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর রসুল বা পয়গম্বর দাবি

করে, এরূপ অর্থ করে যে, আমি বার্তাবাহক বা দূত তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে, এই ব্যাখ্যা শ্রবন করা হবে না। (হেফাজত করুন) মুখালেফিনদের অনর্থক বাক্যের আপত্তিকর ভূমিকা ঃ-

চতুর্থ ধোঁকা- বিরোধীতা, অর্থাৎ যে ওই কটুক্তিকারীদের পুস্তক দেখেনি, তার সঙ্গে প্রকাশ্যে ধোঁকা বাজী হয়, ওই সকলরা (বিরোধীরা) এরূপ মন্তব্য করে, ঐ ধরণের বাক্য কোথাও লেখেনি এবং তাদের ওলামাদের লুক্বায়িত পুস্তক ও লেখনী দেখিয়ে দেয়, যদি জ্ঞানী ব্যক্তি ঐ রূপ দেখে তাহলে নাক ও মুখ বেঁকিয়ে চলে যাবে কিংবা চোখে চোখ দিয়ে বলবে “ আপনি বুঝিয়ে দিলে, আমি ঐরূপ মন্তব্য করবো” আর যদি সে বেচারা মুর্খ হয়, তাহলে বলবে ঐ ইবারতের মতলব ঐরূপ নয়, তাহলে শেষে কিরূপ হবে? এটা বক্তার পেটের কথা, তার উত্তর দেওয়ার জন্য ঐ আয়াতে করিমা যথেষ্ট ঃ-

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ

(সুরা তাওবা,৭৪নং আয়াত,১০ পারা)

আল্লাহর শপথ করে যে তারা বলেনি, এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তারা কুফরের কথা বলেছে এবং ইসলামের মধ্যে এসে কাফের হয়ে গেছে,

“হয়ে আসছে যে তারা বিরোধীতা কি করছে”

ঐ সকল লোকেদের কেতাব (বারহিনে ক্বাতিয়া, হিফজুল ঈমান, তাহজিরুন্নাস এবং কাদিয়ানীদের কেতাব) সমূহে কুফরী মন্তব্য গুলি বিদ্যমান, যে গুলিকে বহু পূর্বে হতেই তারা নিজেদের জীবদ্দশায় প্রকাশ করেছে। আবার ঐ সমূহের মধ্যে কিছু (বারহিনে ক্বাতিয়া ও হিফজুল ঈমান) পরপর দুবার প্রকাশিত হয়েছে, এবং বহুপূর্বে হতেই ওলামায়ে আহলে সুন্নাত ঐ সকলের বিরোধীতা করে আসছে। ওই সকল ফতোয়া যার মধ্যে পরিষ্কার ভাবে আল্লাহকে মিথ্যুক দাবী করেছে, তার শিলমোহর সহ এখনও সংগৃহীত রয়েছে। যার ফটো

কপি ও করা হয়েছে এবং একটি ফটো ওলামায়ে হারামাঈন শরীফাইনদের উদ্দেশ্যে কেতাবের সহিত প্রেরন করা হয়েছে। মদিনা ত্বইয়েবার সরকারের নিকট বর্ত্তমান রয়েছে।

এই নাপাক ফতোয়া ‘আল্লাহ মিথ্যুক’ নামক ১৩০৮ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে’সৈয়ানাতুন্নাস’ এর সাথে হাদিক্বাতুল উলুম মিরাট হতে প্রতিবাদ সহ প্রকাশিত হয়েছে।

পূনরায় ১৩১৮ হিঃ গুলজার হোসাইন মুদ্রন সংস্থা মুম্বাইয় এর বিস্তারিত উত্তর সহ ছাপা হয়েছে। পূনরায় ১৩২০ হিজরীতে পাটনায় আযীমাবাদ তোহফাতু হানাফিয়া ছাপাখানা হতে আরও উপযুক্ত জবাব সহ মুদ্রিত হয়েছে, ফতোয়া প্রদানকারী ১৩২৩ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেছেন, এবং মৃত্যু পর্যন্ত নীরব ছিল,তবুও এরূপ বলেনি যে ফতোয়া আমার নয়, যদিও নিজস্ব প্রকাশিত কেতাব সমূহের ফতোয়া অমান্য করা সহজ ছিল, কিংবা এরূপ বলেনি যে, আমার উদ্দেশ্য ঐ রূপ নয়, যে রূপ ভাবে ওলামায়ে আহলে সুন্নাত বর্ণনা করছে-না প্রকাশ্য কুফরীর ক্ষেত্রে কোন সহজ বাক্য ছিল যার প্রতি দৃষ্টি দেয় নি।

যায়েদের নিকট হতে তার জীবনাবস্থায় তারই প্রদত্ত এবং মোহরকৃত একটি ফতোয়া প্রকাশ্যে নকল করা হোক। যেটা প্রকৃতই প্রকাশ্য কুফরী এবং সর্বদা প্রকাশ্য হতে থাকে, এবং লোকেরাও তার প্রতিবাদী লেখনী ছাপতে থাকে, যে পরিপক্ষিতে তাকে কাফের বলা হচ্ছে। পরবর্তী আরও ১৫ বছর যায়েদ জীবিত থাকে আর এ সকল কিছু লক্ষ্য করে এবং নিজের উপর লাঘব হওয়া ফতোয়ার কোন প্রতিবাদ না করে, অবশেষে এ ভাবেই সময় অতিবাহিত করে সে মারা যায়।

কোন বিবেকবান ব্যক্তি এরূপ ভাবতে পারবে কী যে, এ প্রসঙ্গে তার বিরোধী মনোভাব ছিল, কিংবা উদ্দেশ্য অন্য ছিল ? আর তাদের মধ্যে যারা জীবিত, তারা আজও নীরব। এমন কী নিজেদের প্রকাশ কৃত কেতাবের ও বিরোধীতা করছে না, এবং নিজেদের বদনামীর অন্য কোন মতলবও বের করছে না। ১৩২০ হিজরীতে তাদের সকল প্রকার কুফরী একত্রিত ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, আর তাদের কু-কর্মের ব্যাপারে কিছু দায়িত্বশীল ব্যক্তি তাদের সর্দার (আশরাফ আলী থানুবী) নিকট উপস্থিত হলে, সেমতাবস্থায় তার যে কী অবস্থা হয়েছিল তা উপস্থিত সকলে উপলব্ধী করে, সে তার উপর লাঘবকৃত ফতোয়ার কোন বিরোধীতা করেনি, বা অন্য কোন উদ্দেশ্য বের করতে সক্ষম হয়নি, বরং এরূপ মন্তব্য করেছিল, আমি তর্কবিতর্কের জন্য আসিনি, না তর্ক বিতর্ক করতে চাই, ঐ বিষয়ে আমি মুর্খ এবং আমার শিক্ষকেরাও মুর্খ; উচিৎ মতো করে দাও যা আমি বলে যাবো ।

এই ঘটনাটি প্রশ্নোত্তর সহ ১৫ জামাদিল আখের ১৩২৩ হিঃ প্রকাশ করে তাদের সর্দার ও মান্যকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, এবং ঐ অবস্থার পরও তাদের বিরোধীপূর্ণ মনোভাব একই রয়েছে, কুৎসিত ভাবে এরূপ মন্তব্য করে 'এ সকলরা যারা আল্লাহ ও রসুলের বদনাম করে, তাদের জন্মও হয়নি, এ সকল হল মনগড়া এদের শুশ্রুষা কি হতে পারে'।

পঞ্চম ধোঁকা ঃ- এদের যখন কোন আচরণ দেখা যায় না, পালানোর কোন পথ দেখতে পায় না, এবং আল্লাহ তাদের তৌফিক ও দেন না আল্লাহ ও রসুলের শানের গুস্তাখী করা হতে তাওবা করার, যে সকল গালী দিয়েছে সে গুলো থেকে দূরে থাকার, যে সকল গালী প্রকাশ করেছে সে সকল হতে তাওবা করার; হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লাম ঈরশাদ করেছেন, যখন তুমি গুনাহ করবে

( )

ততক্ষণ তাওবা কর, গোপন গুনাহার জন্য গোপনভাবে এবং প্রকাশ্যর জন্য প্রকাশ ভাবে"

(কানযুল উম্মাল ২০ খন্ড ২৮৭ পৃঃ)

আর এটা ইমাম আহমাদ ' যুহুদ' পুস্তকে, তাবরাণী 'কাবীর' পুস্তকে এবং বায়হাক্বী ' শয়বুল ঈমান' পুস্তকে হযরাত মুআজ বিন যাবাল হতে বর্ণনা করেছেন।

এই সম্পর্কে আয়াতে করিমা ঃ-

يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا

(সুরা আরাফ,৪৫ নং আয়াত, ৮ম পারা)

‘‘ যারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে"

বিরোধীদের মিথ্যাচার ও অপবাদ ঃ-

এ রূপ গোষ্ঠীর লোকেরা, দ্বীনের নাম নিয়ে, আল্লাহর ওয়াস্তা দিয়ে লোকেদের এ রূপ বলে প্রতারিত করতে থাকে- ‘‘আহলে সুন্নাত ও জামায়াতের ওলামাদের দ্বারা লিখিত আমাদের জন্য লাঘব কৃত কুফরী ফতোয়ার পরোয়া করি না, তারা সামান্য বিষয়েই কাফের বলে দেয়; এদের নিকট হতে সর্বদা কুফরী ফতোয়া প্রকাশিত হয়- তারা ইসলাইল দেহেলবী সাহেব কে কাফের বলেছে, মৌলবী ইসাহাক সাহেব ও মৌলানা আব্দুল হাই সাহেব কে বলেছে"

এদের মধ্যে যারা অধিক নির্লজ্জ তারা অতিরিক্ত করে বলেঃ- (মা'জা আল্লাহ) হজরত শাহ আব্দুল অজীজ সাহেব কে বলছে, হাজী ইমদাদুল্লহকে বলেছে, শাহ ওলীউল্লাহকে বলেছে এবং মৌলানা শাহ ফজলুর রহমান কে বলেছে।

আর যারা পরিপূর্ণ নিলজ্জ তারা এরূপ অতিরিক্ত করে - (এয়াযুবিল্লাহ, এয়াযুবিল্লাহ) - হযরত শেখ মুজাদ্দিদে আলফে সানি (রহমাতুল্লাহ আলায়) কে বলেছে। এমন কি যে ব্যক্তি যার উপর

( )

বেশি মহব্বাত রাখে, তার সামনে সেই বুজুর্গর কথা বলে। যেমন ভাবে তারা মৌলানা শাহ মৌলানা মোহাম্মাদ হোসাইন সাহেবের নিকট গিয়ে (মাজাআল্লাহ, মাজাআল্লহ) হযরত সাইয়েদেনা শেখ আকবর মহীউদ্দিন বিন আরবীর ব্যাপারে কুফরী কথা বলে। মৌলানা হোসাইন সাহেব কে আল্লাহ জান্নাত প্রদান করুন; তিনি কোরান শরীফের আয়াত যার অর্থ, যদি কোন ফাসিক তোমার নিকট কোন খবর নিয়ে আসে, তাহলে যাঁচ করো"। এর উপর আমল করেন, চিঠি দ্বারা তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এবং উত্তর স্বরূপ 'ইনজাউ বিরবে আন ওয়াসওয়াসিন মুফতাবী পাঠান হয়; উক্ত উত্তর পড়ে ধোঁকাবাজী উপর লা-হাওলা শরীফের উপঢৌকন পাঠান, সর্বদা এরূপ অপবাদ তারা লাগায়, এর তাদের উত্তর প্রসঙ্গে আল্লাহ ঘোষনা করছেন ঃ-

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ

(সুরা নহল - ১০৫ নং আয়াত- ১৪ পারা)

" মিথ্যা অপবাদই লাগায় যারা ঈমান আনে নি" আরও ঘোষনা করছেন ঃ- فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

(সুরা আলে ইমরান - ৬১ নং আয়াত- ৩য় পারা)

" আমরা মিথ্যুকের উপর আল্লাহর লানত বর্ষায়"

মুসলমানগণ! এই ধোঁকাবাজী ও মিথ্যা প্রয়াসের প্রতিবাদ কোন কঠিন কাজ নয়, তাদের নিকট থেকে প্রমান চাও, ' বলছে , বলছে করছো কিছু প্রমান দেখাও !' কোন কেতাব আছে তা হলে তা কোথায়, ফতোয়ায়, কোন হ্যান্ডবিলে ' যদি প্রমান আছে তাহলে তা কোথায়, দেখাও, কক্ষনও কোন প্রমাণ দিতে পারবে না, বরং কোরান শরীফ তোমাদের মিথ্যুক হওয়ার স্বাক্ষ্য দিচ্ছে ঃ-

فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

(সুরা নুর, ৮নং আয়াত, ১৮ পারা)

যদি প্রমান না আনতে পারে, তাহলে আল্লাহর নিকটই তারা মিথ্যুক। মুসলমানগণঃ পরিক্ষীতদের কত পরীক্ষা করবে, কয়েকবার হয়েছে, তারা উচ্চস্বরে উচ্চদাবী করে, কিন্তু যখন কোন মুসলমান প্রমান চায়, তখন ফিরে বসে, মুখ দেখায় না- কিন্তু এমনই নিলর্জ্জ, যে জিনিস তারা ফিরে বসে, মুখ দেখায় না- কিন্তু এমনই নিলর্জ্জ, যে জিনিস তারা রটে নিয়েছে, তা ছাড়ছে না; আর কেমন ছাড়বে, ডুবন্ত ব্যক্তি কী না করে? এখন খোদা ও রসুল গালিগালাজ কারীদের কাফের হওয়া গোপন করার জন্য শেষ সম্বল এতটুকুই রয়েছে যে সাধারণ মানুষদের মাথায় কাজ করে এরূপ মন্তব্য করা যে, ওলামায়ে আহলে সুন্নাত বিনা কারণে লোকেদের কাফের বলে দেয়। এখনই ভাবে সেই গুস্তাখদের ও হয়ত বলেছে।

মুসলমানগণ ! এই অপবাদ লাঘবকারীদের প্রমান কোথা থেকে এল, মনগড়ানো প্রমান করেছে । "

" আর অবশ্যই আল্লাহ দাগাবাজদের চক্রান্ত চালাতে দেন না",তাদের বাতিল চক্রান্ত এই ভাবেই কুপোকাৎ হয়ে গেছে।

কুফরী ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতার উজ্জ্বল নমুনা ঃ-

তোমাদের রব (আজ্জা ও যাল্লা) ঘোষনা করছেন ঃ-

قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

(সুরা বাক্বার, ১১ আয়াত, ১০ম পারা)

" নিয়ে এসো তোমাদের দলীল যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" এর অতিরিক্ত আমাদের প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আল্লাহর ফজল ও করমে আমরা তাদের মিথ্যুক হওয়ার উজ্জ্বল দলীল দিয়েছি যে, প্রত্যেক মুসলমানদের সামনে তাদের বদনাম রটনা কারী হওয়া সূয্যের ন্যায় প্রকশিত হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ লিখিত আকারে

দলীল দিয়েছি যা প্রকাশিত হয়েছে, আর যেটা আজকের নয়, বরং বহুদিনের জন্য। যাদের যাদের কুফরী অপবাদ আহলে সুন্নাতের উপর দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্ভবনা সেই সাহেবদের যদি ইসমাইল দেহেলবীর জন্য দেওয়া হয়, এবং অবশ্যই ওলামায়ে তাহেলে সুন্নাত তার মন্তব্যে বহু কুফরী প্রমান করে প্রকাশ করেছেন, এগুলি সব হল ঃ-

১) সাব্বাহনুসসুবুহ আন আইবে ক্বিযবিনমাকবুহ (১৩০৭) লক্ষ্য করুন যা ১৩০৯ হিজরীতে লক্ষনৌ'র আনোয়ারে মোহাম্মাদি' থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। যার মধ্যে অকাট্য দলীল দ্বারা ইসমাইল দেহেলবী ও তার মান্যকারীদের উপযুক্ত কুফরীর দিক সাবস্ত্য করে পুস্তকের ৯০পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ হুকুম লাগানো হয়েছে যে, সাবধানী ওলামাগণ যেন তাদের কাফের না বলেন, আর এটাই সাওয়াব, অর্থাৎ এটাই হল উত্তর, আর এর উপর ফতোয়া রয়েছে, এটাই আমাদের মাযহাব, এর উপরেই ভরসা, সালামত এবং যথাযথতা।

২) আল কাওকাবাতু শাহাবীয়া ফি কুফরীয়াত আবী ওহাবীয়া (১৩১২ হিঃ) দেখুনঃ যেটা একমাত্র ইসমাইল দেহেলবী এবং তার মান্যকারীদের বিরুদ্ধে লিখিত হয়েছে এবং ১৩১৬ হিজরী শাবান মাসে আযীমাবাদের তহফাতুর হানাফীর মধ্যে ছাপা হয়েছে, যার মধ্যে কোরান মজিদের পবিত্র নুসুম সমূহ, সমীহ হাদিস ও ওলামাদের ব্যাখ্যা দলীল সমূহ দ্বারা ৭০টির বেশি কারণ দেখিয়ে কুফরী প্রমান হয়েছে। সর্বশেষে বলা হয়েছে (৬২ পৃঃ) আমাদের নিকট সাবধানতায় স্থান (কাফের বলার ক্ষেত্রে) এ মুখকে আয়ত্বে রাখার কথা বলা হয়েছে। (আল্লাহ সুবহানাহু তায়লা অধিক জ্ঞাত)

৩) সালুস সাউফিল হিন্দিয়া আলা কুফরীয়াত বিন নজদীয়া

(১০১২হিঃ) দেখুন, যেটা ১৩১৬ হিজরীতে আযীমাবাদে ছাপা হয়েছে, যার মধ্যে ইসমাইল দেহেলবী ও তার মান্যকারীদের উপযুক্ত দলীল সাথে কাফের সাবস্ত্য হওয়ার দলীল দিয়ে ২১ ও ২২ পৃষ্ঠাতে লেখা হয়েছে, তাদের বেহুদা যুক্ত কথার ক্ষেত্রে ফেকহার হুকুম লাঘব হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমত ও বরকত আমাদের ওলামাদের উপর বর্ত্তমান, যারা ঐ পর্যায়ের লোকেদের পীর হতে কথায় কথায় সঠিক মুসলমান দের জন্য কুফরীর অপবাদ শ্রবন করেন, এ সকল সত্ত্বেও অত্যধিক রাগান্বিত না হয়ে, সাবধানতার দামান থামিয়ে, প্রতিবাদী শক্তি না দেখিয়ে এখনও পর্যন্ত এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, লুযুম ও ইলতে যমের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, কথ্য ভাষায় কাফের হওয়া, ব্যক্ত ও ব্যক্তকারীদের কাফের মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে কথায় আমরা সাবধানতা অবলম্বন করব; চুপ থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষীণ সম্ভবনা পাওয়া যাবে কাফেরের হুকুম লাঘবের ক্ষেত্রে ভীত হব।

৪) এযালাতুল আর বে হাজরেল কারায়েম আন কেলাবীন নার ঃ দেখুন ১৩১৭ হিজরীতে আযীমাবাদ হতে মুদ্রিত; যার ১০ পৃষ্ঠার মধ্যে ছাপা হয়েছে যে, এই অংশে মুতাকাল্লিমদের কথাকে ধরব, তাদের মধ্যে যারা, দ্বীনের কোন অংশের বিরোধী নয় কিংবা দ্বীনের বিরোধীদের মুসলমান ও বলে না; তাদের কাফের বলব না।

৫) ইসমাইল দেহেলবী কে বাদ দাও, ওই সকল গুস্তাখ লোক যাদের উপর এখন ফতোয়া দেওয়া হয়েছে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত ফতোয়া দেওয়া হয়নি যতক্ষন পর্যন্ত না তাদের গুস্তাখ হবার খবর ছিল না। তাদের কুফরীয়াতে ৭৮ টি কুফরীয়াতে দিক প্রমাণ করে, 'সিজন সুবুও'-র ৮০পৃষ্ঠাতে সর্বশেষ মুদ্রনে এটা লেখা হয়েছিল - (আল্লাহ না করুন, এক হাজার বার আল্লাহ না করুন) আমি কখনই তাদের কুফরীকে পছন্দ করিনা, সেই মুকতাদী অর্থাৎ নতুন অভিযুক্তদের

(গাঙ্গোহী, আম্বেঠাবী, এবং তাদের ভাগিদার দেওবন্দী দের) এমনও মুসলমান জ্ঞাত করি, যদিও তাদের বেদাতী গুমরাহ হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই এবং প্রতারণার ইমাম (ইসমাইল দেহেলবী) এর কুফরীর উপরেও হুকুম দিই না, কারণ আমাদের কে আমাদের নবী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠকারীদের কাফের বলা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

(কানযুল উম্মাল ১৯৩ হায়দ্রাবাদ থেকে মুদ্রিত)

যতক্ষণ পর্যন্ত না কুফরীর কারণগুলি সূর্যের ন্যায় দীপ্তমান হয়, আর ইসলামের আসন বিষয়গুলির ক্ষীণ সম্ভবনা ও বিলুপ্ত হয়।

হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে ‘‘ইসলাম প্রভাবশালী থাকে, পরাজিত হয় না। (অনুবাদ)

(বোখারী ১ম খন্ড ১৮০পৃঃ, সুনানে দার কুতনী ৩য় খন্ড ২৫২ পৃঃ)

মুসলমান, মুসলমান! তোমাকে তোমার দ্বীন, ঈমান, ক্বেয়ামত ও আল্লাহর দরবারের স্মরণ করিয়ে এটা ব্যাখা ও চায়, যে বান্দা আল্লাহর দরবারে কুফরী করে - এটা সাবধানতা ও দৃঢ়তার ব্যাখ্যা- তাদের উপর কুফরী ও কাফের হওয়ার মিথ্যা অপবাদ কতই না বেহায়া, কতই যুলুম, কতই নিকৃষ্ট ও নাপাক কথা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া ঘোষনা করছেন এবং যার ঘোষনা সত্য ‘‘ যখন তোমার লজ্জা থাকবে না, তখন যা ইচ্ছা করবে”

(বোখরী ২য় খন্ড ৯০ পৃঃ)

মুসলমানগণ! এই অকাট্য পরিস্কার বাক্য তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ হওয়ার দশ বছর অতিবাহিত হয়েছে । আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সতের ও উনিশ বছর হয়েছে। (অথচ ঐ কু মন্ত্রকদের উপর লাঘব কৃত ফতোয়া সবে মাত্র ছয় বছর হয়েছে ১৩২০ হিজরিতে, যখন থেকে আল মু'তামিদুল- মুসতানিদ প্রকাশ হয়েছে) ওই ইবারত গুলি ভালভাবে পাঠ কর এবং আল্লাহ ও রসুলের ভয় কে সামনে রেখে

বিচার কর যে, এই ইবারতগুলি শুধুই ওই অপবাদকারীদের অপবাদের প্রতিবাদ নয়, বরং সাফ প্রকাশ্যে এটাই স্বাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এই বড় সাবধানিরা কখনই কু-মন্ত্রকদের কাফের বলেনি, যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিক, অকাট্য ভাবে প্রকাশ্যে তাদের কুফরী হওয়া সূর্যের চেয়েও দীপ্তমান রূপে প্রকাশ না হয়েছে, যার মধ্যে কোনরূপ অবকাশ, কোনরূপ অপব্যাখ্যা বের হয়নি, শেষে খোদার এই বান্দারা তাদের মান্যগন্যদের ৭০টি কারন দেখিয়ে কফির হওয়ার প্রমান দেওয়ার পরও এই মন্তব্য করেছে ; আমাদের কে আমাদের নবী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠকারীদের কাফের বলতে মানা করেছেন; যতক্ষন পর্যন্ত কাফের হওয়ার কারণগুলি সূর্যের চেয়েও দীপ্তমান না হবে এবং ইসলামের ক্ষেত্রে কোন ক্ষীণ দিক গুলি বিলুপ্ত হবে।

ঐ খোদার বান্দারা তারাই ছিল; যারা নিজেরাই ঐ কুমন্ত্রকদের জন্য (যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কু-মন্ত্রনার দিকগুলি স্পষ্ট হয় নি) ৭৮ টি দিক দিয়ে ফোকাহাদের হুকুম অনুসারে কাফের হওয়ার প্রমান সাব্যস্ত করে এ রূপ লিখেছিল- (আল্লাহ হাজার হাজার বার বা না করুন) 'আমি কখনই তাদের কুফরীকে পছন্দ করিনা; যখন করত, তাদের সহিত মিলিত ছিল, এখন রাগান্বিত হয়েছে। (হাশা আল্লাহ) মুসলমানদের ভালবাসা ও শত্রুতার নির্ভরতা শুধুমাত্র খোদা ও রসুলের সঙ্গে ভালবাসা ও শত্রুতার উপরে নির্ভর করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না ওই কু-মন্ত্রকদের গুস্তাখী প্রকাশ হয় নি, (যেমন থানুবী, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের প্রতি গালিগালাজ যা ১৩১৯ হিজরীতে প্রকাশ হয়, এর পূর্বে সে নিজেকে সুন্নী বলত, বরং এক সময় সে মিলাদের মাজলিসে ক্বেয়ামের মধ্যেও সামিল হতো) এবং আল্লাহ ও রসুলের শানে কু-মন্তব্য শোনা যায়নি, যতক্ষণ পর্যন্ত কলমা পাঠকারীদের

জন্য জরুরী ছিল, যা খুব সাবধানে কাজ নেওয়া হয়েছে; এমন কি ফোকাহায়ে কেরামের হুকুমে ভিন্ন ভিন্নভাবে তাদের কাফের বলা জরুরী ছিল, কিন্তু তাদের সাথ দেয় নি বরং মুতাকাল্লিমদের মাসলাক গ্রহণ করেছে; যখন দ্বীনের আসল বিষয়ের ক্ষেত্রে যেমন আল্লাহ ও রসুল (আজ্জা ও যাল্লা, সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লাম) এর শানে প্রকাশ্য গুস্তাখী ধরা পড়ল, তখন কুফরীর ফতোয়া ছাড়া আর অন্য কোন উপায় ছিল না। কারন আকাবিরে ওলামারা হুকুম দিয়েছেন " যারা ঐ রূপ আযাব প্রাপ্তদের কাফের হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ করবে তারাও কাফের।

(রদ্দুল মুহতার আলা দুররে মুখতার ৩১৭পৃঃ)

নিজের ও নিজেদের দ্বীনি ভাই সকলের ঈমান বাঁচানো জরুরী ছিল, বিনা দ্বিধায় কুফরী হুকুম দিয়েছি এবং প্রকাশ করেছি, আর যালিম দের সাজা এরূপই।

চতুর্থ পর্যায়ের পর বৃহৎ জয় ঃ-

তোমাদের রব (আজ্জা ও যাল্লা) ঘোষনা করছেন ঃ

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

(সুরা বানি ইস্রাইল, ৮১ নং আয়াত, ১৫ পারা)

বলুন সত্য এসেছে এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে; নিশ্চয় বাতিল বিলুপ্ত হবারই ছিল।

আরও ঘোষনা করছেন ঃ-

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

(সুরা বাক্বারা-২৫৬ নং আয়াত - ৩য় পারা)

দ্বীনের মধ্যে কোন জোর জবরদস্তি নেই নিশ্চয় খুব স্পষ্ট হয়েছে সত্য পথ ভ্রান্তি থেকে ।

এখানে ছিল চারটি পর্যায় ঃ-

যা কিছু গুস্তাখরা লিখে ছিল ও প্রকাশ করে ছিল অবশ্যই তা আল্লাহ (যাল্লাও আলা) ও হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লাম) প্রতি কু-মন্তব্য, বেয়াদবী ও গুস্তাখী ছিল।

২) আল্লাহ (আজ্জা ও যাল্লা) ও রসুল (সাল্লাল্লাহু আলায় হেওয়া সাল্লামে এর শানে বেয়াদবী কারীরা কাফের।

৩) যারা তাদের কাফের বলবেনা, বরং তাদের সম্মান করবে ওস্তাদ, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের খাতির করে সেও তাদের মধ্যে, তাদের মতই কাফের, ক্বেয়ামত দিবসে একই রশ্মিতে তাদের বাধাঁ হবে।

৪) যে সব নালিশ, ধোঁকা ও গুমরাহীত্ব এখানে বর্ণনা করেছে সে সব গুলির বাতিল ও দূর্বল।

আল হামদু লিল্লাহ! এই চারটি পর্যায়ে খুবই পরিষ্কার হয়েছে, যার কোরান শরীফ থেকে দেওয়া হয়েছে; এখন একদিকে রয়েছে জান্নাতের শুভ সংবাদ এবং অপরদিকে অনন্ত জাহান্নামের ভয়, যার যেটা পছন্দ, সে তা গ্রহন করবে; কিন্তু এটা পরিস্কার যে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়ে হে ওয়া সাল্লাম কে অবজ্ঞা করে, যায়েদ ও আমরের সাথ দিলে কক্ষনই পরিত্রান পাবে না। বাকী হেদায়াত আল্লাহের এখতিয়ারে ।

হুসসামুল হারামাইন দেখার উপদেশ ঃ-

আলহামদুলিল্লাহ; প্রতিটি জ্ঞানী মুসলমানের জন্য পূর্বের আলোচনা খুবই পরিষ্কার ও স্পষ্ট ছিল; কিন্তু সাধারণদের দিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, হারামাইন ত্বইয়্যেবাইন এর চেয়ে সঠিক ওলামা কোথায় হবে; যেখানে থেকে দ্বীনের সূত্রপাত হয়েছে, আর সহীহ হাদিস অনুযায়ী সেখানে কখনও শয়তান প্রবেশ করবে না। সুতরাং আমাদের সাধারণদের নিকট বেশি দৃষ্টি আকর্ষন কারী মক্কা মোয়াজ্জমা ও মদিনা ত্বইয়্যেবার ওলামায়ে ক্বেরাম ও মুফতীয়ানে এযামদের নিকট

ফতোয়া পেশ করা হয়, যার সুন্দর ও শৈলী করুন ও দ্বীনের প্রয়োজনীয়তায় ওই সকল ইসলামের কর্ণধাররা সত্যতা জ্ঞাপন করেছেন এবং আল্লাহের ফজলে হুসামুল হারামাইন আলা মুনহারিল কুফরে ওয়াল মুবিন' নামক পুস্তকে পেশ করেছেন' এবং প্রতি পৃষ্ঠার সমতুল্য উর্দু ভাষায় অনুবাদ ' মুবিনু আহকামে ও তাসদ্বিকাতে এলাম' প্রকাশিত।

এলাহী ঃ ইসলামী ভাইদের সত্যতা কবুল করার তৌফিক দান করুন - এবং তোমার ও তোমার হাবিবের মোকাবিলায় বিরোধী গোষ্ঠী যায়েদ আমরদের - চক্রান্ত থেকে বাচাঁও হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের সাদক্বায়।- আমীন।।